৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ৬ ভাদ্র – ১২ ভাদ্র, ১৪২৭ ঃ ২২ আগস্ট – ২৮ আগস্ট, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 42, 22 AUGUST- 28 AUGUST, 2020 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দাম কমল

❑ছাপা, বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণে বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আলিপুর বার্তার পৃষ্ঠা কমিয়ে চারপাতা করতে হয়েছে। খরচের বোঝা সত্ত্বেও পাঠকের সুবিধার্থে এই সংখ্যা থেকে পুণরায় আট পাতা না হওয়া পর্যন্ত পত্রিকার দাম ৩টাকা থেকে কমিয়ে ২টাকা করা হল।✍

দেখুন আর সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউ টিউব চ্যানেল

ab AB ALIPUR BARTA

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : পোস্তা থেকে উল্টোডাঙা থেকে মাঝের হাট,

সেতু ভাঙা এ রাজ্যের পরম্পরা। মাঝের হাটের পর পরীক্ষার ব্যবস্থা না হলে এর মধ্যে আরও কত সেতু যে ধরাশায়ী হতো তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মুখ বাঁচাতে পূর্ত দফতর জানিয়েছে এবার কোনও সেতু ভেঙে পড়লে শাস্তি হবে ইঞ্জিনিয়ারদের।

রবিবার : কোভিড, অর্থনীতির মন্দা, কর্মসংস্থানের আকাল থেকে

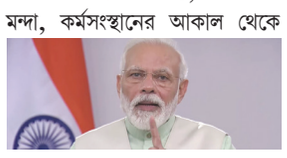

কি করে শ্রেষ্ঠ ভারতবর্ষের উন্মেষ হবে তার একটার পর একটা খতিয়ান স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার ৮৬ মিনিটের ভাষণে দিলেন প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেখালেন কোভিড টিকার আশা। ঘোষণা করলেন স্বাস্থ্য কার্ডের।

সোমবার : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন নারী পাচারের স্বর্গরাজ্য। এর

সঙ্গে রয়েছে নাবালিকা বিয়ের হিড়িক। পুলিশ, মহিলা কমিশন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অক্লান্ত প্রচেষ্টা কিছুতেই বাগে আনতে পারছিল না এই ব্যাধি। অবশেষে হোয়াটস অ্যাপ। এই গ্রুপের মাধ্যমে শুধু বারুইপুর পুলিশ জেলায় দেড় বছরে ধরা গেছে ২০০ পাচার ও ১৫০ নাবালিকা বিয়ে।

মঙ্গলবার : শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর মাঠ ঘেরা আটকাতে

দুষ্কৃতি তাণ্ডবের পিছনে শাসক দলের নেতানেত্রীদের মদত রাজনৈতিক রং দিল বিষয়টিতে। সমস্যা আরও গভীর হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্রয় ভাষণে। বিশ্বভারতী দাবি জানিয়েছে সিবিআই তদন্তের। স্বতঃপ্রণোদিত তদন্ত শুরু করেছে ইডি।

বুধবার : কোভিড আমাদের দিচ্ছে অনেক অভিজ্ঞতা। এবার

তার দান দুর্নীতি। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরে কোভিড সরঞ্জাম কেনাকাটায় অনিয়মের গুরুতর অভিযোগ জমা পড়েছে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। এতদিন চিকিৎসা ব্যবস্থার গাফিলতি ছিল। এবার যোগ হল নুতন পালক দুর্নীতি।

বৃহস্পতিবার : অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর তদন্তের ভার

সিবিআইএর হাতে তুলে দিয়ে বিহার পুলিশের দাবিকে মান্যতা দিল সুপ্রিম কোর্ট। নস্যাৎ হয়ে গিয়েছে মুম্বাই পুলিশের যুক্তি, সুশান্তের বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তীর আবেদন। মহারাষ্ট্র বনাম বিহার দ্বন্দ্বে শেষ হাসি হাসলেন নীতিশ কুমার।

শুক্রবার : গত দুদিনের লকডাউনের সঙ্গী হল নিম্নচাপের

বর্ষণ। তার উপর ভরা কোটালের জলোচ্ছ্বাস। ভেসে গিয়েছে সুন্দরবন এলাকার নদীবাঁধ। আতঙ্ক ঘিরে ধরছে নদীপারের মানুষকে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

করোনা আমফানের পর বন্যার ভ্রূকুটি

আমফানে চুরমার, কোটালে ধুলিসাৎ

কুনাল মালিক : এ বছর যেন দুর্যোগের শেষ নেই। করোনার জেরে এমনিতেই যেন জনজীবন বিপর্যস্ত। তারপর আমফান ঘূর্ণিঝড়েরর ধাক্কায় দুই পরগনার মানুষ ক্ষত বিক্ষত। এখনও সুন্দরবন এলাকার বহু মানুষ ঘর বাড়ি হারিয়ে নদীর বাঁধে কোনও রকমে দিন যাপন করছেন। এর ওপর জোড়া নিম্নচাপ ও কোটালের জোয়ার সেই নদী বাঁধও ভেঙে দিয়েছে।

আমফান চলে গিয়েছে তিন মাস। ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ সুন্দরবন এলাকার নদী বাঁধ। সেই ভঙ্গুর নদী বাঁধ গত বৃহস্পতিবার ভরা কোটালে হার মানল নোনা স্রোতের কাছে। কাকদ্বীপ মহকুমার সাগর ব্লকের গঙ্গাসাগর, ধবলাট, সুমতিনগর, রামকরচর, বঙ্কিমনগর, নামখানার ফ্রেজারগঞ্জ, নারায়ণপুর, মৌসুনী দ্বীপ, পাথর প্রতিমার জি–প্লট সহ কাকদ্বীপ ও ক্যানিং মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন। প্লাবিত রায়দিঘির ৮টি ওয়ার্ড। এমনকি বজবজ ২ নম্বর ব্লকের বারাতলা ও বাটানগরের হেঁতালখালীর কাছেও বাঁধে ফাটল দেখা দিয়েছে। পুকুরও ভেসে গিয়েছে নোনা জলের প্লাবনে। ফের এক দফা ভিটেমাটি ছেড়ে সরকারি আশ্রয়ের সন্ধানে সুন্দরবনের মানুষ।

সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা জানিয়েছেন নিম্নচাপের বৃষ্টির সঙ্গে কোটালের জোয়ার যোগ হওয়ায় বিপদ বেড়েছে। এর আগে কোটালের জোয়ারে এতটা জলস্ফীতি দেখা যায়নি। জেলা অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের অ্যাডিশনাল ডেপুটি কন্ট্রোলার সৌরভ চ্যাটার্জী জানিয়েছেন আলিপুরে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে এবং বিভিন্ন ব্লকের সিভিল ডিফেন্সের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকরা কাজে নেমে পড়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর সব ব্লককেই সতর্ক করা হয়েছে, পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী মজুত করা হচ্ছে। অনেক মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনা হয়েছে। সেচ দফতরকেও তৎপর হতে বলা হয়েছে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। যে কোনও পরিস্থিতির জন্য জেলা প্রশাসন প্রস্তুত।

২০০৯ সালে ধাক্কা দিয়েছে আয়লা। বাঁধ সারাবার তোড়জোড় করতে করতে বিদায় নিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। ২০১১ সালে পরিবর্তনের ঝড় তুলে ক্ষমতায় এসেছে তৃণমূল সরকার। দীর্ঘ নয় বছরে বাঁধ সারানো তো দূরের কথা এতটুকুও পরিবর্তন আসে নি সুন্দরবনবাসীর জীবনে। ভঙ্গুর বাঁধ আর ভেসে যাওয়ার আতঙ্ক নিয়ে আগের মতই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নোনা জলের সঙ্গে লড়াই করে চলছে জীবন। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়েছে এবারের আমফান। তবুও টনক নড়েনি সরকারি বাবুদের। গত তিন মাসে করোনার ভয় আর ক্ষতিপূরণের দুর্নীতি নিয়ে কেটে গিয়েছে ব্লক প্রশাসনের কর্তাদের সময়। বাঁধ সারানোর কথা মনেই পড়ে নি তাদের। পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলেও কেন বাঁধ মেরামতি হল না তা নিয়ে আক্ষেপ শোনা গিয়েছে প্রাক্তন সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। ফলে সহজেই ছোবল দিয়েছে বাৎসরিক কোটাল।

এরই মধ্যে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে আগামী কয়েকদিন ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সত্যি যদি তিন চারদিন একটানা বৃষ্টি চলে তাহলে যে সুন্দরবনবাসীর জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর ব্লক অফিসের বাবুরা করোনার ভয়ে গেটে তালা দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে বসবাস করবেন। মানুষ মাথা কুটবে লৌহকপাটের গরাদে।

ঘোড়ামারা

বঙ্কিমনগর

বেগুয়াখালি

বোটখালি

সাগর

মন্দিরতলা

ভোট আসছে : বেকারত্বে সুড়সুড়ি দেওয়া শুরু হয়েছে

ওঙ্কার মিত্র : বোঝা যাচ্ছে রাজ্যে নির্বাচন আসন্ন। শুরু হয়েছে বেকারত্বে সুড়সুড়ি দেওয়া। আজ বলা হচ্ছে প্রচুর সরকারি পদে নিয়োগ হবে। কাল বলা হচ্ছে রাজ্য সরকার গ্রুপ ডি পদে লোক নেবে। কখনও বলা হচ্ছে বিপুল নিয়োগ হবে প্রাথমিক শিক্ষক পদে। সম্প্রতি কলকাতা পুরসভায় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষিত চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে বলা হয়েছে। অথচ বাস্তবে তার কোনও প্রতিফলন ঘটছে না। সমস্ত নিয়োগ পরীক্ষার প্যানেল আটকে রয়েছে হয় কোর্টের অর্ডারে নয়ত প্রশাসনিক নির্দেশে। রাজ্যে ভারী শিল্পের দেখা নেই বহু যুগ ধরে। যেসব কল–কারখানা ছিল তাও পাততাড়ি গুটিয়েছে। সংগঠিত ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের চাকরির বড় ভরসা ছিল সরকারি দফতর। বামফ্রন্ট সরকারের শেষ দুই দফায় সরকারি চাকরির টুঁটি চেপে ধরা শুরু হয়েছিল। অন্তিম দফায় তো রাজনৈতিক ডামাডোলে শিল্প কারখানা গড়ার উদ্যোগ থেকে সরকারি নিয়োগ সবই ভন্ডুল হয়েছে প্রশাসনের অপদার্থতায়। সঙ্গে ব্যাঙ্ক, রেল ও কেন্দ্রীয় সরকারও মনমোহনের আমল থেকেই বাঁধ দিয়ে আটকে দিয়েছে নিয়োগ। ফলে রাজ্যে চলেছে কর্মসংস্থানের হাহাকার। পরিবর্তনের পর আশা ছিল বিগত সরকারের দুর্বলতা পেরিয়ে নতুন সরকার সরকারি চাকরির দুয়ার খুলে দেবে। কিন্তু সব আশায় জল ঢেলে সরকারি নিয়োগের বটবৃক্ষটি আরও শুকিয়ে গিয়েছে। ফল ফুল পাতা

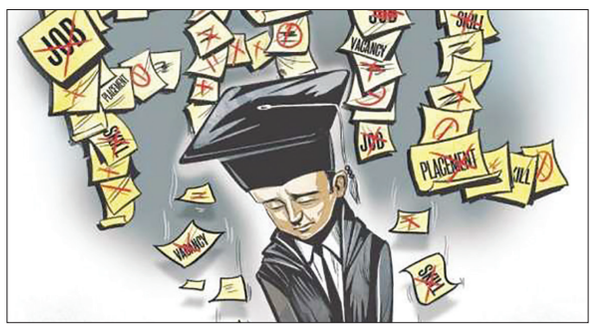

ঝরে তার এখন কঙ্কালসার অবস্থা। সরকারি দফতরগুলিতে খালি পদের স্তূপ জমছে প্রতি মাসে। বিপুল সরকারি প্রকল্পের বোঝা ও বিপর্যয়ের ধাক্কায় লোকবলহীন রাজ্য সরকারি প্রশাসন রোজই হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে। জনরোষে রক্তাক্ত হচ্ছে পরিষেবা। তবু সরকারি নিয়োগের বাধা কাটছে না। তাহলে কিসের জোরে শাসক দলের নেতারা বিপুল কর্মসংস্থানের বড়াই করছেন? মুখ্যমন্ত্রী কোন তথ্যের ভিত্তিতে গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছেন দেশে বেকারত্ব বাড়লেও কর্মসংস্থানে এ রাজ্য প্রথম, কর্মহীনতার হার এ রাজ্যে সবচেয়ে কম? রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা দেখে এসব প্রশ্ন এখন বাংলার জনগণের মনে উঁকি দিতে শুরু করেছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আসলে এ রাজ্যে সরকারি চাকরির সংজ্ঞাটাই পাল্টে দিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। দৈনিক মজুরিতে অস্থায়ী নিয়োগকেও সরকারি চাকরির তালিকায় সংযুক্ত করে বিপুল কর্মসংস্থানের দাবি তুলছে এই সরকার। গত নয় বছরে এই সব অস্থায়ী কর্মীদের বিভিন্ন দফতরে ঢুকিয়ে দিয়ে স্থায়ী পদের শূন্যতাকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছে রাজ্য সরকার। ফলে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েছে তেমনই সরকারি পরিকাঠামোয় বেড়েছে শোষণের মাত্রা।

এরপর তিনের পাতায়

বসিরহাটে পদ্ম ফোটানের ভাবনা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা হল, বাদুড়িয়া, হাড়োয়া, মিনাখাঁ, সন্দেশখালি, বসিরহাট (উত্তর), বসিরহাট (দক্ষিণ) এবং হিঙ্গলগঞ্জ। এই লোকসভা কেন্দ্রে মুসলিম ভোট প্রায় ১৪ লক্ষ ২৩ হাজার। যার মধ্যে গত লোকসভা ভোটে তৃণমূল পায় ৫২ শতাংশ এবং বিজেপি পায় প্রায় ৩১ শতাংশ ভোট।

বিধানসভা কেন্দ্র ভিত্তিক নিচের পরিসংখ্যানে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক

বাদুড়িয়া : তৃণমূল ৯৬,২১৬, বিজেপি ৫৬,৩১০, কংগ্রেস ২৯,২৮৯, বামফ্রন্ট ১৩,৮৩১।

হাড়োয়া : তৃণমূল ১,৩৪,৫৪৩, বিজেপি ৩৬,৯৯৫, কংগ্রেস ১৭,২০৯, বামফ্রন্ট ১১,৯৪৯।

মিনাখাঁ (তফঃ) : তৃণমূল ১,১৮,৭৩৩, বিজেপি ৫১,৮৬৭, কংগ্রেস ৮,৪৯৩, বামফ্রন্ট ১০,৩৮৭।

সন্দেশখালি : তৃণমূল ১,০৩,৬০০, বিজেপি ৭৩,৭৮৮, কংগ্রেস ২,৮২২, বামফ্রন্ট ৫,৫৪৫।

বসিরহাট (উত্তর) : তৃণমূল ১,২৭,৭৩৬, বিজেপি ৪৪,৯৮০, কংগ্রেস ৩০,৪০৮, বামফ্রন্ট ১২,১১৯।

বসিরহাট (দক্ষিণ) : তৃণমূল ১,০৫,৪০৬, বিজেপি ৯০,৫০৬, কংগ্রেস ১৩,৯৪৯, বামফ্রন্ট ৮,৩৬৬।

হিঙ্গলগঞ্জ (তফঃ) : তৃণমূল ৯৫,৯৮৬, বিজেপি ৭৩,৭৫৯, কংগ্রেস ১,৯৬৮, বামফ্রন্ট ৩,০৮১।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তৃণমূলের জনৈক নেতৃত্ব বলেন, '২০১১ সালে যেমন সামনে সবাই বামফ্রন্ট হলেও ভোট গিয়েছে তৃণমূলে, এবারে এখানে সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অফিস আদালতে তো বিভিন্ন জেলার মানুষ আসেন। তাদের যে মানসিকতা লক্ষ্য করা গিয়েছে, তাতে এমনটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কারণ হিন্দু মানসিকতা এখন বিজেপিমুখী। সাম্প্রতিক রামমন্দির ইস্যুও হিন্দুদের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে। বসিরহাট (দক্ষিণ) ও হিঙ্গলগঞ্জে হিন্দুদের সংখ্যা বেশি। ফলে এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির সম্ভাবনা আছে। সন্দেশখালিতেও সম্ভাবনা ছিল। তবে সম্প্রতি এখানে বেশ কিছু মানুষ তৃণমূলে এসেছে। বাদুড়িয়াতে হিন্দু–মুসলিম ৫০–৫০। মূলত এই লোকসভা কেন্দ্রের মুসলিম ভোটটাই তৃণমূলের প্রধান ভরসা। তবে আব্বাস সিদ্দিকির দলও তো কিছু মুসলিম ভোট কাটবে। এর সুফলটা যাবে বিজেপির পক্ষে। আবার তৃণমূলে যেসব মুসলিমরা ভাল জায়গা পাচ্ছে না তারা বিজেপি মুখী হচ্ছে। কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত মুসলিমরা তাদের দুর্নীতি আড়াল করার জন্যেও বিজেপির দিকে ঝুঁকছে। তবে মুসলিমদের মধ্যে বিজেপি ভীতি একটা আছেই। ফলে তারা বিজেপিকে ঠেকাবার জন্যে তৃণমূলকে ভোট দেবে।

এরপর তিনের পাতায়

লকডাউন থোড়াই কেয়ার 'ইলিশ মারির চরে' তৎপরতা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ আগস্ট জোড়া লকডাউনের প্রথম দিন সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। একটু বেলা বাড়তেই শুরু হল অঝোর ধারায় বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি বাদল দিনে হাজির হয়েছিলাম হুগলি নদী তীরবর্তী গদাখালি গ্রামে। এটা নোদাখালি থানা এলাকার মধ্যে পড়ে। এই গদাখালি গ্রাম ধীবর অধ্যুষিত। সার–সার নৌকা দাঁড়িয়ে আছে নদীতে। কোটালের জোয়ারে ফুঁসছে গঙ্গা। লকডাউন থাকলেও এখানে তার কোনও প্রভাব নেই। আট থেকে আশি সকলেই কাজে ব্যস্ত বৃষ্টির মধ্যে। ইলিশ মাছ ধরার জন্য সকলে প্রস্তুত হচ্ছেন। বাচ্চা ছেলেরা ঘরের উঠোনে জোয়ারের জলে সাঁতার কাটছে। কারো মুখে মাস্কের বালাই নেই। নৌকায় ইলিশ ধরার জাল সারছেন অনেকেই। অনেককেই দেখলাম পিকনিকের মুডে বাংলার বোতল খুলে

মৌজ করছেন। দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ সার সার নৌকা নদীতে চলে গেল জাল ফেলতে। এই গদাখালি গ্রামের মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রা নিয়ে প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক আব্দুল জব্বার 'ইলিশ মারার চর' নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন। বেলা ৩টা নাগাদ নৌকাগুলো ফিরে এল। এদিন অনেকের জালেই ভালো ইলিশ পড়েছে। খোকন পাত্র নামে এক মৎস্যজীবীর জালে এক কিলো দুশো গ্রামের একটি ইলিশ পড়েছে। তার পাইকারী মূল্য ২০০০ টাকা কিলো। অনন্ত পাত্র হাতে দুটো জ্যান্ত ইলিশ নিয়ে নৌকা থেকে নামলেন। তিনি জানালেন, আগে এখানে বড় বড় প্রচুর ইলিশ পড়তো এখন আর তেমন পড়ে না। তাই অনেক মৎস্যজীবী পেশা বদল করে বালি কাটছে। ৩৫ জন মৎস্যজীবী এখনও মাছ ধরেন। বিকাল থেকেই ইলিশ কিনতে এখানে অনেকে ভিড় জমান।

এই শিক্ষানীতি স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন পূরণ করবে : আত্মপ্রিয়ানন্দ

পি আই বি : কয়েকদিন আগে দেশে স্বীকৃতি পেয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি। ভালো–মন্দ নিয়ে চলছে আলোচনা বিতর্ক। প্রধানমন্ত্রীও এই বিতর্ককে স্বাগত জানিয়েছেন। এই আবহে গত ১৪ আগস্ট ২০২০–র জাতীয় শিক্ষা নীতি সংক্রান্ত একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, কলকাতা । এই নীতি সম্পর্কে ওয়েবমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউটের সহ–অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ বলেন, এই শিক্ষানীতি স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন পূরণ করবে। স্বামীজি স্বপ্ন দেখতেন প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনার মেলবন্ধন। নতুন শিক্ষানীতিটি সেই ভাবনারই প্রতিফলন। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশংসা করে স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ বলেন, নতুন শিক্ষানীতিটি শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন, পুনর্সমন্বয়সাধন, সমৃদ্ধকরণের সঙ্গে তাতে প্রাণের সঞ্চার ঘটাবে।

আইআইটি খড়গপুরের নির্দেশক অধ্যাপক বীরেন্দ্র কুমার তেওয়ারি এই ওয়েবিনারে বলেন, কৃষকদের মূল চাহিদাগুলির বিষয়ে ভাবনা চিন্তার সময় এসেছে। তিনি বলেন, কৃষকরা আমাদের খাদ্যের জোগানের ব্যবস্থা করেন। তাই তাদের কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির ব্যবহারের বিষয়ে ওয়াকিবহাল করে তুলতে হবে। একইসঙ্গে তাঁদের প্রয়োজন মাথায় রেখে চাষবাসের প্রয়োগযোগ্য উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও এই ক্ষেত্রে এখন উন্নতমানের গবেষণা হচ্ছে । তাই ২০২০–র জাতীয় শিক্ষানীতি ভবিষ্যতের উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করবে।

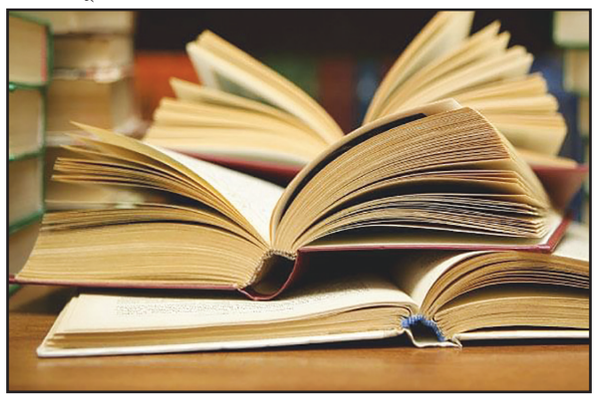

আইআইএম জোকার প্রাক্তন ডিন, অধ্যাপক (ডঃ) অম্বুজ মহাপাত্র বলেন, ভবিষ্যতে শিক্ষাকে কর্মসংস্থান কেন্দ্রিক করে তোলার প্রয়াসে এই শিক্ষানীতি যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। একজন ছাত্র বা ছাত্রী তার পছন্দের মতো বিষয় নিয়েও পড়াশোনা করতে পারবে এই শিক্ষা নীতি অনুযায়ী। ২০২০–র জাতীয় ছাত্রছাত্রীদের সেই সুযোগ করে দেওয়ার পথ অবশ্যই প্রশস্ত করেছে।

শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশনের বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক (ডঃ) বিপ্লব লোহচৌধুরী বলেন, এই শিক্ষানীতি শিক্ষকদের প্রকৃত যোগ্যতা অনুযায়ী কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করে দেবে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর এই প্রথম, রবীন্দ্রনাথের ভাবনা অনুসরণ করে শিক্ষকদের মর্যাদাকে গুরুত্ব সহকারে সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এই প্রথম, হস্তশিল্পী, কৃষক, তন্তুবায়–সহ চিরাচরিত বিভিন্ন পেশার মানুষকে শিক্ষকের মর্যাদা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা এখন থেকে প্রস্তাবিত ক্লাস্টার স্কুলে ক্লাস নিতে পারবেন।

পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ চিত্তরঞ্জন মন্ডল বলেন, নতুন শিক্ষানীতিতে প্রাক–প্রাথমিক, প্রাথমিক এবং উচ্চ–প্রাথমিক স্তরে বিভাজন করা হয়েছে যুক্তিসংগতভাবে। এরফলে, যথাযথভাবে শিক্ষাদান সম্ভব হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের অধ্যাপক অলোক কুমার এই নতুন শিক্ষানীতির আওতায় পরিচালনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। জ্ঞান সম্পদ ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্লাস্টার গঠনের বিষয়টির উপযোগিতা সম্পর্কে তিনি বিশদে ব্যাখ্যা করেন।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডঃ মল্লিনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, নতুন শিক্ষানীতিটি আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। তিনি বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন গরিব ছাত্রছাত্রীরা যদি শিক্ষার কাছে পৌঁছাতে না পারে তাহলে শিক্ষাকে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। জাতীয় শিক্ষা নীতিতে কোন পাঠক্রমে বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্ত হওয়া বা সেই পাঠক্রম থেকে বেরিয়ে আসার সংস্থান থাকায় তিনি তার প্রশংসা করেন।

এই ওয়েবিনারে বিদ্যালয়, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকারা, চিকিৎসক এবং সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ২২ আগস্ট – ২৮ আগস্ট, ২০২০

নেতাজির ‘মৃত্যু দিবস’ তামাশা

প্রতি বছর ১৮ আগস্ট হলেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরা নেতাজির ‘মৃত্যু দিবস’ উদযাপন করতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই প্রবণতা গত তিন বছর ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যদিও ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনে প্রায় সবাই রহস্যজনক ভাবে মৌন থাকেন। সাম্প্রতিক অতীতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি) একদা তাদের মৃত্যু উদযাপনের ট্যুইট সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা আরটিআইয়ের উত্তরে জানিয়েছিলেন। অনেক সর্বভারতীয় রাজনীতিক তাদের নেতাজির ‘মৃত্যু দিবস’ উদযাপনের সামাজিক বার্তা প্রত্যাহার বাধ্য হয়েছিলেন।

এ বছর সেই তামাশা একটু নতুন মাত্রা পেয়েছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে নেতাজির ‘মৃত্যু দিন’ ঘোষণার দাবি তোলার পাশাপাশি রাহুল–প্রিয়াঙ্কা দুই ভাই বোন একই সাথে হঠাৎ নেতাজির প্রতি অতীব শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠে ‘মৃত্যু দিবসে’ সামাজিক বার্তা দিয়েছেন। তাদের পিতৃপুরুষ জওহরলাল নেহেরু ও ইন্দিরা গান্ধির আমলে সাজানো কমিটি–কমিশন রায় দিয়েছিল তথাকথিত তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট নেতাজির নাকি ‘মৃত্যু’ হয়েছিল। পরবর্তী কালে মুখার্জি কমিশন সুস্পষ্ট তথ্য প্রমাণের ওপর নির্ভর করে রায় দিয়েছিলেন ১৮ আগস্ট কোনও বিমান দুর্ঘটনাই ঘটে নি। নেতাজির চিতাভস্ম ভারতে ফিরিয়ে আনার দাবি তাই অবান্তর। কংগ্রেসের আমলেই লোকসভায় আলোচনা ছাড়াই মুখার্জি কমিশনের রিপোর্ট খারিজ করা হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই কংগ্রেসের কৃতকর্মের দায় থেকেই এই ‘মৃত্যু দিবস’ পালনের তাড়না। ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় কংগ্রেসের মুখ অধীর চৌধুরী। তিনি নেতাজির অন্তর্ধানকেই মান্যতা দিয়েছেন সামাজিক বার্তায়, ‘মৃত্যু দিবস’কে নয়।

বিজেপির কিছু দাবিদার জাতীয়তাবাদী নেতা কংগ্রেসের ‘মৃত্যু দিবস’ উদযাপনের উৎসবে রীতিমতো গলা মিলিয়েছেন নেহেরু–ইন্দিরা গান্ধির উত্তরসূরীদের প্রতি। বিস্ময়কর ব্যাপার গুজরাট বিজেপি, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, লোকসভার অধ্যক্ষ এমনকি উত্তরবঙ্গের বিজেপি সাংসদ দেবর্ষি চৌধুরী হঠাৎই এই নেতাজির ‘মৃত্যু দিবস’ পালনে সক্রিয় হয়েছেন। তারা রাজনীতি জগতের মানুষ, অনেক খবরই তারা রাখেন। তবু কেন এই রাজনৈতিক দ্বিচারিতা। কংগ্রেসের ‘পথ’ তারা বহন করতে এত ব্যাগ্র কেন? তা রহস্যময়। আপ পার্টির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়ালও এই ‘মৃত্যু দিবস’ পালনের স্রোতে গা ভাসিয়েছেন। যদিও এনারা সবাই নেতাজির জন্মদিনটা ‘ভুলে’ যান।

প্রধানমন্ত্রী অবশ্য এই ‘মৃত্যু দিবস’ উৎসবে সামিল হন নি। সামিল হন নি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তার সরকারি ট্যুইটারে ‘মৃত্যু’ নয় তার রহস্যময় অন্তর্ধানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক এই রসায়নে নেতাজি রহস্য ক্রমশ আরও ঘনীভূত হচ্ছে।

নেতাজি সম্পর্কে বহু ফাইল নথিপত্র দেশে বিদেশে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। কেন্দ্রীয় সরকারও নেতাজি সম্পর্কে কিছু ফাইল প্রকাশ করলেও অনেক তথ্য নথিপত্র, অনেক প্রশ্ন এখনও আঁধারে। নেতাজি এত বছর বাদেও কেমন ইস্যু হয়ে উঠছেন তা বিস্ময়কর।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র সাত

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূত্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ।।৭।।

তাই সকলেই ভগবৎ পরিবারভুক্ত। পারমার্থিক জীবনে পারস্পরিক স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের কোনও সংঘাত নেই। চিন্ময় স্বরূপের ধর্মই আনন্দ অনুভব। স্বভাবত এবং স্বরূপগত পরমেশ্বর ভগবান সহ সকল জীবাত্মা এবং তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশসকল শাশ্বত আনন্দময়। অস্থায়ী জড় জগতে আবদ্ধ জীবেরা নিরন্তর সুখের অন্বেষণ করছে, কিন্তু তারা ভুল পথে অন্বেষণ করছে। এই জড় জগতের বাইরে চিন্ময় জগতে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং তাঁর অনন্ত পার্ষদসহ নিত্য আনন্দ উপভোগ করেন। এই চিন্ময় স্তরে প্রাকৃত গুণাবলীর অবস্থিতি নেই, তাই ওই স্তরকে বলা হয় নির্গুণ। এই নির্গুণ স্তরে আনন্দের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন সংঘাত নেই। জড় জগতে আনন্দের মূল কেন্দ্র অনুপস্থিত বলে এখানে একের সঙ্গে অপরের সংঘাত দেখা যায়। শাশ্বত আনন্দের মূল কেন্দ্র হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যিনি মহান ও অপ্রাকৃত রাসনৃত্যের মূল কেন্দ্র। আমাদের উদ্দেশ্য তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং সংঘাতহীন এক অপ্রাকৃত স্বার্থ সমন্বিত হয়ে জীবন উপভোগ করা। সেটিই হচ্ছে পারমার্থিক স্বার্থের সর্বোচ্চ স্তর এবং এই একত্বের স্বরূপ যেমাত্র কেউ উপলব্ধি করে তৎক্ষণাৎ মায়া বা শোকের কোন প্রশ্ন থাকে না। মায়া বা বিভ্রম থেকেই নিরীশ্বরবাদী সভ্যতার উৎপত্তি এবং এই সভ্যতার চূড়ান্ত ফল, দুঃখ–শোক। বর্তমান রাজনীতিবিদগণ কর্তৃক প্রবর্তিত ঈশ্বরবিহীন সভ্যতা উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠাপূর্ণ; সেটিই প্রকৃতির নিয়ম। ভগবদ্গীতা (৭/১৪) অনুসারে যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন তাঁরা ছাড়া অন্যেরা প্রকৃতির কঠোর বিধানকে অতিক্রম করতে পারে না। তাই ভয়, উদ্বেগ এবং সকল প্রকার ভ্রম থেকে মুক্ত হয়ে, বিচিত্র স্বার্থের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে হলে আমাদের সকল কর্মকে ভগবৎ সম্বন্ধে যুক্ত করতে হবে।

ফেসবুক বার্তা

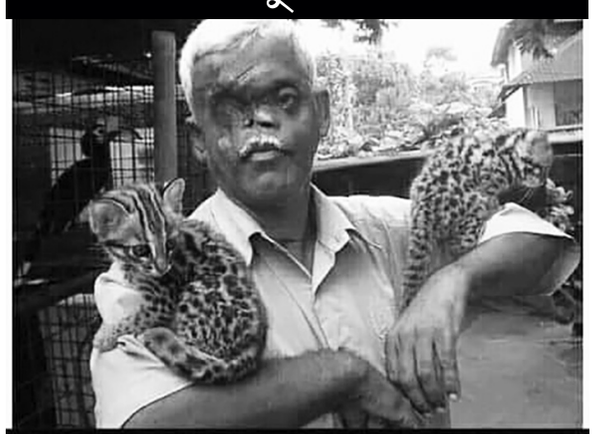

১৯৯১ সালে শ্রীমঙ্গলের শিকারি সিতেশ বাবু ভাল্লুকের থাবায় এক চোখ হারান।

পশুপাখি রক্ষায় এরপর তিনি নিজে চিড়িয়াখানা বানান।

করোনাকে পিছনে ঠেলে এগোচ্ছে অর্থবাজার

পার্থসারথি গুহ

করোনার গ্রাফ যখন ভারতে ক্রমেই উর্দ্ধমুখী, তখনই আবার দেখা যাচ্ছে পুরো উলটো চিত্র। অর্থবাজারের কথাই এ ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে। আর ভারতের শেয়ার বাজার যেভাবে শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে তাতে মনেই হচ্ছে না চারদিকে এত বড় অতিমারির আবহ। এই মুহূর্তে ভারতীয় অর্থবাজারের দুই জোড়া ফলা নিফটি ও সেনসেক্স দাঁড়িয়ে রয়েছে যে জায়গায় তা করোনাপূর্ব জায়গা থেকে কিছুটা নিচে হলেও খুব একটা কম নয়। ১১,২০০–১১,৪০০–র নিফটি নিঃসন্দেহে লগ্নিকারীদের জন্য খুব একটা খারাপ অবস্থান নয়। বলাবাহুল্য, সেনসেক্সের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটছে। এর ফলে বিনিয়োগকারীরা বেশ গুছিয়ে নিতে পারছেন তাঁদের কেনাকাটার জায়গাটা। বস্তুত, গত মার্চ মাসের শেষ লগ্নে লকডাউন ঘোষণা হওয়ার পর থেকে এখন লকডাউন আনফ্রেজের জমানা চললেও এতটা শক্তিশালী অবস্থানে সূচক পৌঁছালো এই মাসেই। ৪–৫ মাসের ধাক্কা কাটিয়ে এখন যেন ফের লম্বা ইনিংস খেলার বার্তা দিচ্ছে ভারতের অর্থবাজার। শুধু ভারতের বাজার বলেই নয়, সারা বিশ্বব্যাপীই এই পরিবর্তনের ছবি স্পষ্ট হচ্ছে। তাতে সূচকের দৌড় যেমন চোখে পড়ছে তেমনই ভরসার দিকটাও ধরা যাচ্ছে। এমনিতে শেয়ার বাজারের নিয়মই হল একটানা বৃদ্ধির পর কারেকশনের বৃত্তে প্রবেশ করা। ফের সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে উত্থানের ঝান্ডা ওড়ানো। এর ব্যতিক্রম ঘটেনি এই কোভিড আবহেও। এই মাঝের কয়েকটা

মাস যেন তেড়েফুঁড়ে সংশোধনী সেরে নিল ভারতের শেয়ার বাজার। আর্থিক ইনডেক্স এর হিসেবে ধরলে প্রায় ৪০ শতাংশ কারেকশন হয়েছে এই সময়কালে। যদিও ৭৫০০–এ ভারতের নিফটি সেভাবে থাকেনি। খুবই ফ্র্যাকশনের পড়তি ছিল সেটা। সঠিকভাবে যে পতন লগ্নিকারীদের চোখে দৃশ্যমান হয়েছে তা হল ৯ হাজার নিফটি এবং সেনসেক্সের ২৮–২৯ হাজার পয়েন্ট। এই জায়গা থেকেও বিগত এক–দেড় মাসে চূড়ান্ত উন্নতির পরিচয় দিয়ে নিফটি আরও ২ হাজারের বেশি পয়েন্ট বাড়িয়ে নিয়েছে নিজের মানের পাশে। সেনসেক্সও ২৮ হাজার থেকে ৩৫ হাজারের কাছেপিঠে চলে গিয়েছে। আপাতত সেনসেক্সের কাছে পাখির চোখ যদি ৪০ হাজার হয়, তাহলে নিফটির ক্ষেত্রে পুরনো ১২ হাজারি অবস্থানটাই হট টার্গেট। এর মাঝে অবশ্য কিন্তু, পরন্তু এবং যদিও থেকে যাচ্ছে বিস্তর। সেটা হল এই পটভূমিকা বজায় থাকবে? না ফের একটা কারেকশন হামলে পড়বে। গত মার্চের পতনের জায়গাটা বাজার যখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে তখন সেখানে কিছুটা প্রফিট বুকিং তো আসতেই পারে। যেটা না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। তবে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এবার হয়তো ছোট আকারে কিছু কারেকশন সংগঠিত হতে পারে। তবে তা নিয়ে একেবারে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আর অর্থবাজারের এই ঘূর্ণিপাকের মধ্যে এই মুহূর্তে আবার ওষুধের শেয়ার পুরনো ফর্ম ফিরে পেয়েছে। নামি–দামি, অনামি, অখ্যাত, লার্জ ক্যাপ থেকে মিড ক্যাপ , স্মল ক্যাপ সব ধরনের ফার্মা শেয়ারেই এখন নতুন বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন ভারতীয় ওষুধ কোম্পানির শেয়ারগুলি কিন্তু দীর্ঘ প্রায় ৩–৪ বছরের কারেকশনের পর ঘুরে দাঁড়াতে আরম্ভ করেছে। বুঝিয়ে দিতে শুরু করেছে ফার্মা হ্যায় তো জান হ্যায়, জিগির হ্যায়। আর ফার্মার উত্থানের পাশাপাশি পিছু হঠে আবার ব্যাক বেঞ্চে বসতে আরম্ভ করেছে ব্যাঙ্কিং শেয়ার ও নন–ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানিগুলি। তথ্যপ্রযুক্তি অবশ্য ওষুধের সঙ্গে পুরনো সঙ্গত গড়ে তোলার তালে আছে বলেই মনে হচ্ছে। পাশাপাশি প্রাণ ফিরতে পারে ইনফ্রা এবং পাওয়ার সেক্টরেও। তামাম শেয়ার বাজারেইএই খবর ঘুরপাক খাচ্ছে।

কনটেইনমেন্টের বাসিন্দাদের সঙ্গে অসদাচারণ, রাস্তা অবরোধে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি কোচবিহার: প্রশাসনের চরম গাফিলতিতে বিরক্ত হয়ে এবং প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে মঙ্গলবার পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন মেখলিগঞ্জ এর চ্যাংড়াবান্ধা এলাকার পুরনো পোস্ট অফিস পাড়ার কনটেইনমেন্ট জোনে থাকা বাসিন্দারা। মঙ্গলবার বেলা ১১টা থেকে চ্যাংড়াবান্ধা ভিআইপি মোড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা।

প্রশাসন থেকে কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করে এই এলাকাকে বাঁশ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল প্রায় ১৬দিন আগে। আর এরপর থেকেই এক ভয়াবহ সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংশ্লিষ্ট এই কনটেইনমেন্ট জোন এলাকার বাসিন্দারা। এই কনটেইনমেন্ট জোনে থাকা প্রায় দেড় শতাধিক পরিবারের জন্য প্রশাসনের যা যা করনীয় ছিল, তার কোনোটাই করেনি তারা। কোনরকম সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যায়নি প্রশাসনিক কর্তাদের কাছ থেকে। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় ব্লক দপ্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলে কনটেইনমেন্ট জোন এর বাসিন্দা হওয়ায় তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ।

চলতি মাসের ২তারিখ সংশ্লিষ্ট এলাকার এক ব্যক্তির দেহে করোনা সংক্রমণের সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর থেকেই সমগ্র এলাকাটি কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করে

বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। অন্যদিকে কোভিড আক্রান্ত যে ব্যক্তির জন্য সমগ্র এলাকাটি কনটেইনমেন্ট জোন করা হয়েছিল সংশ্লিষ্ট এই ব্যক্তি আইসোলেশন সেন্টার থেকে ৭দিন পরে ফিরে আসেন বাড়িতে। অথচ কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণার ১৬দিন পেরিয়ে গেলেও বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেওয়া এই এলাকা আজও রয়েছে অবরুদ্ধ। এখনও পর্যন্ত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নি এই বাঁশের ব্যারিকেড। প্রশাসনের এই চূড়ান্ত গাফিলতিকে সামনে এনে এবং অবিলম্বে এলাকা থেকে বাঁশের ব্যারিকেড সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবিতে এদিন এই পথ অবরোধ কে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমার এই চ্যাংড়াবান্ধা ভিআইপি মোড় এলাকায়।

দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ থাকায় আটকে পড়ে প্রচুর গাড়ি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। এদিন পথ অবরোধকারীরা ক্ষোভের সাথে জানান, প্রশাসনের পক্ষ থেকে যতক্ষণ না পর্যন্ত কনটেইনমেন্ট জোনের বাঁশের ব্যারিকেড খুলে দেওয়া হবে, ততক্ষণ অবরোধ চালিয়ে যাবেন তারা।

তাদের আরও অভিযোগ, দীর্ঘ ১৬ দিন যাব কনটেইনমেন্ট জোন থাকার পরও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো সহায়তা করা হচ্ছে না তাদের। এই পরিস্থিতিতে ব্যবসা সহ বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষেরা এক চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন। প্রশাসনকে বারবার সহায়তা করার কথা বলা হলেও নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল তারা। ব্লক প্রশাসনের সাথে কথা বলতে গেলে, তারা কনটেইনমেন্ট জোন এর বাসিন্দা বলে দুর্ব্যবহার করা হয় তাদের সাথে। এই অবস্থায় তাই কার্যত বাধ্য হয়েই এই আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছেন তারা বলে জানান। এদিন টানা তিন ঘন্টা পথ অবরোধ চলার পর ঘটনাস্থলে আসেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা সহ পুলিশ আধিকারিকরা। তাদের সামনেই কন্টেইনমেন্ট জোনের বাঁশের ব্যারিকেড নিজেরাই ভেঙে সরিয়ে দেন আন্দোলনকারীরা এবং তুলে নেন পথ অবরোধ।

রক্তদানে ফুটবল প্রেমী দিবস উদযাপন

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: রক্তদানের মাধ্যমে ১৬ আগস্ট ফুটবল প্রেমী দিবস পালিত হল পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাটে। তিলোত্তমা নগরী কলকাতা থেকে দেড়শো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সার্বিকভাবে অনুন্নত দাঁইহাট শহরের বুকে এই প্রথমবার এমনতর উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছে বিভিন্ন মহল। অন্যদিকে, দাঁইহাটের নেতাজি সুভাষচন্দ্র স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস গ্রুপ ১৫ আগস্ট রক্তদান কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে।

১৯৮০ সালের ১৬ আগস্ট। ভারতীয় তথা বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে একটা কালো দিন। এদিন কলকাতার ইডেন উদ্যানে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ক্লাবকে নিয়ে ফুটবল ম্যাচের আয়োজন হয়েছিল। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই ক্লাবকে নিয়ে সেদিনের হাই ভোল্টেজ ম্যাচে স্বাভাবিকভাবেই ছিল টানটান উত্তেজনা। খেলা যত গড়াচ্ছিল দু’পক্ষের হাজার হাজার সমর্থকের মধ্যে উত্তেজনার পারদও চড়ছিল। একটা সময় গ্যালারির মধ্যেই দু’পক্ষের সমর্থকরা তুমুল সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। উদ্ভুত পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করতেই দু’পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। সেই সময় পদপিষ্ট হয়ে ১৬ জন দর্শকের মৃত্যু হয়েছিল।

সেদিন গ্যালারিতে উপস্থিত নবীন নস্কর, প্রশান্তকুমার দত্ত, কার্তিক মাইতি, অলক দাস, সনৎ বসু, শ্যামল বিশ্বাস, উত্তম ছাউলে, রবীন আদক, কার্তিক মাজি, কল্যাণ সামন্ত, বিশ্বজিত কর, হিমাংশুশেখর দাস, ধনঞ্জয় দাস, মানবেন্দ্র বাগলি, সমীর দাস ও অসীম চ্যাটার্জি ফুটবলকে ভালোবেসে চলে গেলেন চির ঘুমের দেশে। অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আহত হয়েছিলেন শতাধিক ফুটবল প্রেমী। সেদিন ফুটবলের মক্কা কলকাতা শহরে সবুজ ইডেনের বুকে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ওই ঘটনায় প্রয়াতদের স্মরণে প্রতিবছর রক্তদান কর্মসূচির মাধ্যমে ১৬ আগস্ট ফুটবল প্রেমী দিবস পালন করা হয়। ভারতীয় তথা বঙ্গ ফুটবলের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই দিনটি একসময় সাধারণত কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে উৎসাহীরা পালন করতেন। এখন দূরের জেলার প্রত্যন্ত এলাকার উঠতি ফুটবলার ও ফুটবল প্রেমীরাও এই স্মরণীয় দিনটি পালন করছেন। এবার ছিল ৪০ তম ফুটবল প্রেমী দিবস উদযাপন।

এই উদ্দেশ্যেই ১৬ আগস্ট দাঁইহাট স্টেশন রোড এলাকায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। কাটোয়া মহকুমা ভলান্টারি ব্লাড ডোনারস ফোরামের উদ্যোগে এবং বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের কাটোয়া জোন কমিটির পাশাপাশি দাঁইহাটের অসংখ্য ফুটবলপ্রেমীর সহযোগিতায় আয়োজিত এই মহতি কর্মসূচিতে দুই মহিলা সহ ৩০ জন রক্তদান করেন। এদিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম সহযোগী মৃণাল দেবনাথ বলেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দাঁইহাটে রক্তদানের মাধ্যমে প্রথমবার ফুটবল প্রেমী দিবস পালন করতে পেরে আমরা অভিভূত। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বারেন্দা পরমানন্দ সেবা নিকেতনের ব্রহ্মচারী দেবব্রত মহারাজ, দাঁইহাট পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন শিশির মণ্ডল, দাঁইহাট পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ব্রজগোপাল হালদার, কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

মরুচাষের কুফল মৌসুমীর একমুখী টান বহুমুখী টানে দিশেহারা

শক্তিভূষণ সরকার : রাজস্থানের থর মরুভূমি মৌসুমী বায়ু সৃষ্টির কারখানা। সূর্যের উত্তাপে থর মরুভূমি যত গরম হবে তত একমুখী টানের তীব্রতা বাড়ে। সূর্যের উত্তরায়ণে গরমের তীব্রতা মরুভূমি বালিয়াড়িকে উত্তপ্ত করে বাতাসকে উপরের দিকে পাঠিয়ে দেয়। এর ফলে বায়ুর যে শূন্যস্থান সুগঠিত হয় তাতে তৈরি হয় নিম্নচাপের কেন্দ্রবিন্দু। পৃথিবীর সব মরুভূমিই বাতাস সঞ্চালনের কাজ করে। বাতাসকে সঞ্চালিত করার জন্যই পৃথিবীর ৮ ভাগের মধ্যে ১ ভাগ মরুভূমির জন্য বরাদ্দ করেছেন প্রকৃতি দেবী। নিখুঁত ভাবনা চিন্তার সার্থক ফসল এই মরুভূমি। মরুভূমির এ কাজ সম্বন্ধে যাদের সম্যক ধারণা নেই তারা মনে করে মরুভূমি বিধাতার অভিশাপ। মিছেমিছি খালি জায়গা পড়ে আছে। মরুভূমিতে সেচ করে সবুজায়ন করে ফসল ফলিয়ে

সাময়িক লাভ পরে শত গুণ ক্ষতিতে পর্যবসিত হয়। লাভের আশায় রাশিয়া, চিন, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া সেই ক্ষতির খেসারতি গুণে চলেছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মরুভূমির সাথে ভারতের মরুভূমির একটা মস্ত ফারাক রয়েছে। ভারতের মরুর ৩ দিক হিমালয়ের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকায় যে একমুখী টানের তীব্রতা অনুভূত হয় তা অন্যদের ক্ষেত্রে হয় না। এই একমুখী টানের জন্য একমাত্র ভারতেই মৌসুমী বায়ু সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। অন্য কোনও দেশে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব দেখা যায় না। তাই ভারত সুজলা সুফলা শষ্যশ্যামলা হতে পেরেছে। এই ফারাক বুঝতে না পেরে ভারতও সাময়িক লাভের আশায় থর মরুতে চাষ শুরু করেছে। সেচের জন্য মরুর বুক চিরে নিয়ে গিয়েছে খাল। ফলে সমস্ত মরু তার স্বাভাবিক চরিত্র হারিয়ে বসে আছে। এখন আর রাজস্থানের থর মরুতে সেই নিম্নচাপ বা লো প্রেসার (L) নেই। সেই নিম্নচাপ শত সহস্র খণ্ডে বিভাজিত হয়ে সারা ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছে। টুকরো টুকরো (L) তৈরি হয়েছে যত্রতত্র। এ কারণে মৌসুমী আজ এলোমেলো । এর ফলেই ভারতের জলবায়ুতে দেখা দিয়েছে পরিবর্তন। যেখানে বৃষ্টি হওয়ার কথা নয় সেখানে হচ্ছে বন্যা। যেখানে বৃষ্টির দরকার সেখানে চলছে অনাবৃষ্টির প্রকোপ বা হঠাৎ অতিরিক্ত বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দেওয়ার জ্বালা।

সুন্দরবনে ড্রাগন চাষ

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং: আয়লা ও আম্ফান বিধ্বস্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় কৃষিতে নতুন সাফল্য আনতে প্রাথমিক ভাবে চুনাখালিতে দিশারী কৃষক সংঘের উদ্যোগে ড্রাগন চাষ শুরু হল। মঙ্গলবার সকালে ১৩০০টি ড্রাগন গাছ(DRAGON FRUIT) রোপন করা হয়।সুন্দরবনের বুকে এমন উদ্যোগ এই প্রথম।সুন্দরবনে ড্রাগন চাষে সফল হলে অর্থনৈতিক ভাবে সুন্দরবনের বুকে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হবে।পাশাপাশি সুন্দরবনের কৃষকরা অন্যান্য চাষের সাথে ড্রাগন চাষের প্রতি আরো বেশি আকৃষ্ট হবেন।কৃষকদেরকে বিকল্প চাষ হিসাবে ড্রাগন চাষ আকর্ষণীয় করে তুলতে দিশারী কৃষক সংঘের এমন অনন্য উদ্যোগ বলে জানালেন দিশারী কৃষক সংঘের উদ্যোক্তা বিষ্ণুপদ প্রধান। তিনি বলেন, এলাকায় প্রায় এক একর জমির উপর ১৩০০ গাছ রোপন করা হয়েছে।

দীর্ঘ দুবছর ধরে পরিচর্যা করার পর গাছে ফল ধরবে।সাধারণত এই ড্রাগন ফল বাজারে কেজি প্রতি ২০০ টাকা করে বিক্রি হবে।সাফল্য হলেই বিকল্প চাষ হিসাবে সুন্দরবনের চাষিদের মুখে হাসি ফুটবে। উল্লেখ্য, ড্রাগন ফল মূলত আমেরিকার একটি প্রসিদ্ধ ফল।যা বর্তমানে আমাদের দেশেও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, ফ্লোরিডা ও ভিয়েতনাম থেকে এই ফলের বিভিন্ন জাত আনা হয়। ড্রাগন ফলের গাছ এক ধরনের ক্যাকটাস জাতীয় গাছ। এই গাছের কোনও পাতা নেই। ড্রাগন ফলের গাছ সাধারনত ১.৫ থেকে ২.৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে।

বর্তমানে কৃষি গবেষণায় কর্তৃক উদ্ভাবিত ড্রাগন ফলের নতুন জাতটি হল বারি ড্রাগন ফল–১। যা দক্ষিণ –পূর্ব এশিয়াতে জনপ্রিয় ফল। এ ফলের আকার বড়, পাকলে খোসার রং লাল হয়ে যায় ,শাঁস গাঢ় গোলাপী রঙের, লাল ও সাদা এবং রসালো প্রকৃতির । ফলের বীজগুলো ছোট ছোট কালো ও নরম । একটি ফলের ওজন ১৫০ গ্রাম থেকে ৬০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ড্রাগন ফল সাধারণত তিন প্রজাতির হয়ে থাকে–

১)লাল ড্রাগন ফল বা পিটাইয়া। এর খোসার রঙ লাল ও শাঁস সাদা। এই প্রজাতির ফলই বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

২) কোস্টারিকা ড্রাগন ফল। খোসা ও শাঁস উভয়ের রঙই লাল।

৩) হলুদ রঙের ড্রাগন ফল। এই জাতের ড্রাগন ফলের খোসা হলুদ রঙের ও শাঁসের রঙ সাদা।

ড্রাগন ফল ভিটামিন সি, মিনারেল এবং উচ্চ ফাইবারযুক্ত।ফলে খাইবার, ফ্যাট, ক্যারোটিন, প্রচুর ফসফরাস, অ্যাসকরবিক অ্যাসিড, প্রোটিন ,ক্যালসিয়াম, আয়রন রয়েছে।প্রতি ১০০ গ্রাম ড্রাগন ফলে জল ৮০–৯০ গ্রাম,শর্করা ৯–১০ গ্রাম,প্রোটিন ০.১৫–০.৫ গ্রাম,আঁশ ০.৩৩–০.৯০ গ্রাম,খাদ্যশক্তি– ৩৫–৫০ কিলো ক্যালরি চর্বি ০.১০–০.৬ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৬–১০ মিলিগ্রাম ,আয়রন ০.৩–০.৭ মিলিগ্রাম,ফসফরাস ১৬–৩৫ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়। ড্রাগন ফলের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্যারোটিন সমৃদ্ধ থাকায় চোখ ভালো রাখে,আঁশের পরিমাণ বেশি থাকায় হজম শক্তিতে সহায়তা করে, এছাড়া আঁশ শরীরের চর্বি কমায়।সাধারণত ড্রাগন ফলে বিদ্যমান প্রোটিন শরীরের যাবতীয় বিপাকীয় কাজে সহায়তা করে থাকে।এর ক্যালসিয়াম হাড় শক্ত ও দাঁত মজবুত রাখে। ভিটামিন বি–৩ রক্তের কোলেস্টেরল কমায় এবং ত্বক মসৃণ রাখে। ভিটামিন সি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ত্বক , দাঁত ও চুল ভালো রাখতে সাহায্য করে। সাধারণত ড্রাগন উঁচু ও মাঝারি উঁচু উর্বর জমিতে চাষ হয়।

পাঠকের কলমে

গোয়েঙ্কাদের লাইসেন্স বাতিল করা হোক

সিইএসসি–র ব্যক্তিগত মালিকানা এখন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা এবং তাদের পরিবারের। এই একচেটিয়া ব্যবসা করে গোয়েঙ্কারা প্রভূত টাকার মালিক হয়েছে। বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও তাদের আশ মেটে না। তারা এখন ডাকাতির পথ ধরেছে। ভূতুড়ে বিল পাঠিয়ে তারা খুশিমতো বিলের অঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। লকডাউনের অবাস্তব সরকারি ফরমানে রাজ্যের মানুষ দিশেহারা। কর্মহীন, অর্থহীন মানুষকে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে গোয়েঙ্কারা ডাকাতি করে মানুষের সর্বস্ব লুঠ করে চলেছে। বিদ্যুৎমন্ত্রী গোয়েঙ্কাদের শাসাচ্ছেন। কিন্তু ডাকাত গোয়েঙ্কাদের কর্ণে তা ঢুকছে না। এ অবস্থায় গোয়েঙ্কাদের ব্যবসা করার লাইসেন্স বাতিল করার দাবি জানাচ্ছি। বি

শাসক দলের নেতাকে মারধর অভিযোগের তীর এসইউসিআই এর দিকে

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : – অহরহ ঘটে চলেছে শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দল। এবার ঘটলো এক উলট পূরাণ! শাসক দলের এক নেতা আক্রান্ত হলেন রাজ্যের অপর এক রাজনৈতিক দলের কাছে। বেধড়ক মারধরের ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় শাসক দলের এই নেতা চিকিৎসাধীন রয়েছেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধর্মতলা গ্রামে। এদিন সকালে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা ইউদা মন্ডলের স্বামী তথা তৃণমূল নেতা সালমান মন্ডল স্থানীয় তৃণমূল পার্টি অফিসে বসেছিলেন। অভিযোগ এসইউসিআই দলের ১০–১২ জন কর্মী সমর্থক ধারালো অস্ত্র নিয়ে তৃণমূল পার্টি অফিসে ঢুকে পড়ে। আচমকা আক্রমণ করে বেধড়ক মারধর করে এই তৃণমূল নেতা কে। পাশাপাশি তার ডান

হাতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারে বলে অভিযোগ। আচমকা এমন ঘটনায় চিৎকার চেঁচোমেচি শুরু করেন তৃণমূলের এই নেতা। স্থানীয় লোকজন তাঁর চিৎকার চেঁচামেচি শুনে দৌড়ে আসার আগেই এসইউসিআই দলের লোকজন পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন গুরুতর জখম শাসক দলের এই নেতা কে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। অন্যদিকে প্রকাশ্য দিনের বেলায় এমন ঘটনা ঘটায় এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এবিষয়ে তৃণমূল নেতা সালমান মন্ডল ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। দলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে এসইউসিআই জেলা কমিটির সদস্য ইয়াহিয়া আখন্দ বলেন, যে ঘটনা ঘটেছে সেটা ব্যক্তিগত সমস্যা কিংবা শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে ঘটেছে। কারণ প্রতিদিনই শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দলে সাধারণ মানুষ জর্জরিত। নিজেরা গন্ডগোল পাকিয়ে এসইউসিআই এর নামে বদনাম করার চেষ্টা করছে।এসইউসিআই দল উশৃঙ্খল নয় এবং মারামারির রাজনীতি করে না।

দলীয় গোষ্ঠী কোন্দলের কথা উড়িয়ে দিয়ে ক্যানিং ১ ব্লক তৃণমূল সহ–সভাপতি অর্ণব রায় জানিয়েছেন, গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত দীর্ঘদিন ধরেই এসইউসিআই এর দখলে ছিল। পরিবর্তনের হাত ধরে বিগত দশ বছর তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় রয়েছে এই পঞ্চায়েতে। এসইউসিআই দল যেনতেন প্রকারে এই পঞ্চায়েতের পুনরায় ক্ষমতা ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে।

অস্ত্র সহ ধৃত অস্ত্র বিক্রেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আবার সাফল্য বারুইপুর পুলিশ জেলার। স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন রাতে পুলিশের নাকা চেকিং এ ধরা পড়লো এক অস্ত্র বিক্রেতা। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার কুলতলি থানার কেল্লার পিয়ালি গেস্ট হাউসের কাছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেল, ধৃতের নাম সুব্রত মন্ডল(২৮)। বাড়ি বিষ্ণুপুর থানার আধারমানিক গ্রামে। ধৃতের কাছ থেকে দুটি ওয়ান শাটার পিস্তল, ১ রাউন্ড গুলি ও ১টি মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞসাবাদ করছে কুলতলি থানার পুলিশ।

২১ আগস্ট ২০২০
স্বাস্থ্য বুলেটিন এক ঝলকে
কোভিড–১৯ আপডেট

আজ সর্বমোট স্যাম্পল পরীক্ষা	৩৬,২২৯
নতুন সংক্রমণ	৩,২৪৫
আজ কোভিড মুক্ত	৩,০৮২
রাজ্যে মৃত্যুর হার	২.০৩%
রাজ্যে সুস্থতার হার	৭৬.৯৬%
সর্বমোট কোভিড মুক্ত	১,০১,৮৭১
আজকের দিনে রাজ্যে মোট কোভিড–১৯ পজিটিভ	
হোম আইসোলেশনে	১৯,৯০৪
সেফ হোমে	১,৯৯৩
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন	৫,৯০৭

যে কোনও অনুসন্ধানের জন্য ফোন করুন ১৮০০ ৩১৩ ৪৪৪ ২২২ নম্বরে এবং কোভিড চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে ১টাই নম্বরের ৩২টি লাইনে ২৪x৭ থাকছেন ৯৬ জন ডাক্তার। ফোন করুন ০৩৩ ২৩৫৭ ৬০০১ (Direct) নম্বরে।

সুস্থ থাকুন, ভাল থাকুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্বাধীনতা দিবসে কফিনবন্দি সেনাকর্মী

অভীক মিত্র : স্বাধীনতা দিবসের দুপুরে কফিনবন্দি হয়ে ফিরলো কলিঠা উত্তরপাড়ার সেনাকর্মী শ্রীকৃষ্ণ মন্ডলের মরদেহ । পরিবারসূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৩ সালে সেনাবাহিনীর টেকনিক্যাল বিভাগে যোগদান করেন শ্রীকৃষ্ণ । চার ভাইবোনের মধ্যে ছোটো ছিলো শ্রীকৃষ্ণ । ১২ আগস্ট সন্ধ্যায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রাতে সেনা হাসপাতালে মৃত্যু হয় । সহকর্মীদের কাঁধে জাতীয় পতাকায় মোড়া শ্রীকৃষ্ণের মরদেহ গ্রামে ফিরতে শেষ দেখা দেখতে আশেপাশের মানুষজন জড়ো হয় । শেষ শ্রদ্ধা জানান নলহাটি বিধায়ক মইনুদ্দিন শামস ।

পাঁচিল বিতর্ক বন্ধ বিশ্বভারতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : মেলার মাঠ পাঁচিল দিয়ে ঘেরার সময় তা ভেঙে দেওয়াকে কেন্দ্র করে অশান্তি ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো বিশ্বভারতী। অনিদষ্টিকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। উপাচার্যের চারজন সশস্ত্র রাজ্য নিরাপত্তারক্ষী তুলে নেওয়া হয়েছে। পড়ুয়াদের একাংশ এবং স্থানীয়রা ১৭ আগস্ট পে–লোডার দিয়ে নির্মাণকাজ ভেঙে দেয় বলে অভিযোগ। ১৭ আগস্ট দুবরাজপুরের তৃণমূল বিধায়ক নরেশ বাউরী,ওমর শেখ,সুকান্ত হাজরা,আমিনুল হুদা সহ একাধিক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে শান্তিনিকেতন থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের তরফে। যা ঘিরে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

মদ বন্ধের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬ আগস্ট মদ,গাঁজা বিক্রি বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় চাঙ্গুলিয়া গ্রামের মহিলারা। নেশার দ্রব্য বিক্রির প্রতিবাদ করায় বোলপুর পাঁচ নং ওয়ার্ডে গত ১আগস্ট রাত্রে প্রতিবাদী সাধন গাঙ্গুলীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠে। এইঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

দেহ উদ্ধার, গ্রেপ্তার চার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৩ আগস্ট ভিডিও মিউজিকের শ্যুটিং–র পর কোপাই নদীতে বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলো এক ছাত্র। ১৪ আগস্ট সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ চার কিমি দূরে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ ৭ ব্যাটেলিয়ানের আসানসোল গ্রুপের কর্মী ও বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্যরা সিউড়ি লালকুঠিপাড়ার দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র শেখ আমনের মৃতদেহ উদ্ধার করে । আমনকে খুন করা হয়েছে অভিযোগ পরিবারের। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গায়ক ইন্দ্রনীল দত্ত সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ১৬ আগস্ট সাবালক দুইজনকে বোলপুর আদালতে তোলা হলে চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। দুই নাবালককে চোদ্দোদিন সরকারি হোমে রাখার নির্দেশ দিয়েছে সিউড়ি জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড।

করোনা উর্ধ্বমুখী

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুরারই–১ বিডিও অফিসের পাঁচ কর্মী,বীরভূম জেলা স্কুলের এক শিক্ষক,দুবরাজপুর ব্লকের এক নির্মাণ সহায়কসহ দুজন,গোড়শা পঞ্চায়েতের এক কর্মী,পাইকর থানার তিন সিভিক ভলান্টিয়ার,কড়িধ্যা গ্রামের দুই,চিনপাই নারায়ণপুর গ্রামের এক,সাঁইথিয়া ষোলো নং ওয়ার্ডে দুই ও ছয় নং ওয়ার্ডে একজন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। মুরারই–১নং ব্লকের করোনাক্রান্ত হয়ে এক মহিলাকে ১৬ আগস্ট বিকালে রামপুরহাট কোভিড হাসপাতাল থেকে কলকাতা মেডিক্যালে স্থানান্তরিত করার সময় রাস্তায় মারা যান তিনি। ১৬ আগস্ট রামপুরহাট–২নং ব্লকের এক মহিলা রামপুরহাট মেডিক্যাল হাসপাতালে মারা যায়। মৃত্যুর পর করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

গাঁজা সহ ধৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: লকডাউনের আগের রাতে আবার বারুইপুর পুলিশ জেলার বড় সাফল্য । নরেন্দ্রপুর থানার কামালগাজি এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ । উদ্ধার হওয়া এই গাঁজার পরিমান প্রায় ১৫০কেজি। যার বাজার

মূল্য প্রায় ৯লক্ষ টাকা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার অপারেশন টিম ও নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ যৌথ ভাবে বুধবার রাতে হানা দেয় কামালগাজি মোড় এলাকায়। এই সময় তাদের নজরে আসে সরকারি বোর্ড লাগিয়ে একটি গাড়ি। এই গাড়িতেই পাচার করা হচ্ছিল গাঁজা । গাঁজা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ । ধৃতরা হল, কৌশিক সামন্ত, জাহাঙ্গীর মোল্লা ও গাফফার মোল্লা । কৌশিকের বাড়ি হুগলির পূরসুরা এলাকায় । জাহাঙ্গীর ও গাফফারের বাড়ি বারুইপুর থানা এলাকায় । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, হুগলি থেকে আনা এই গাঁজা দক্ষিণ ২৪পরগনার বিভিন্ন এলাকাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আনা হচ্ছিল। গাঁজা ছাড়াও ধৃতদের থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ইনোভা গাড়ি ও তিনটি মোবাইল ফোন। ধৃতদের আদালতে তোলা হবে।

করোনা আক্রান্তদের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে ডেপুটেশন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকের সাথে সুন্দরবনের কুলতলিতেও দিন দিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তাই করোনা আক্রান্ত মানুষদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির জয়নগর শাখার উদ্যোগে সোমবার দুপুরে কুলতলি ব্লক হাসপাতালে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কুলতলিতে করোনা সেফ হোম তৈরি, করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ান, ২৪ ঘন্টা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, সপ্তাহে অন্তত তিন দিন হাসপাতাল স্যানটারাইজ করা সহ ১০ দফা দাবিপত্র এদিন পেশ করা হয় নব নিযুক্ত ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অয়ন্তিকা মন্ডলের কাছে। এ ব্যাপারে গনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির জয়নগর শাখার সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন,

ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক আমাদের দাবি গুলি গুরুত্ব দিয়ে শুনেছেন এবং তিনি কি করা যায় দেখবেন বলেছেন। আমরা শাখার পক্ষ থেকে এই কাজে কুলতলি ব্লক হাসপাতালের পাশে আছি।এ ব্যাপারে কুলতলি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অয়ন্তিকা মন্ডল বলেন, আমি ওনাদের দাবিপএ গুলি দেখেছি। আমি এ বিষয় গুলি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে জানাব। উল্লেখ্য কয়েকদিন আগে এই হাসপাতালের চিকিৎসক, অনেশ্বা কাউন্সিলার, বিডিও, যুগ্ম বিডিও, বিরোধী দলনেতা সহ বেশ কয়েক জন করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন।

নিখোঁজ নাবালিকাকে উদ্ধার করলো আরপিএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিখোঁজ এক নাবালিকা কে উদ্ধার করে কলকাতা পুলিশের হাতে তুলে দিল আরপিএফ। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং রেলওয়ে ষ্টেশনে। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং রেলওয়ে ষ্টেশন সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার নামে খ্যাত। প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী সাধারণ সহ সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য দেশ বিদেশের ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকরা যাতায়াত করেন এই ক্যানিং ষ্টেশন দিয়েই। করোনা তান্ডবে বর্তমানে লোকাল ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে গত ২৩ মার্চ থেকে। যদিও চিকিৎসক,নার্স,পুলিশ এবং রেলের কর্মীদের নিয়ে যাতায়াত করার জন্য সারাদিনে মাত্র তিনবার যাতায়াত করার জন্য স্টাফ ট্রেন

চালু রয়েছে।মঙ্গলবার সকালে ক্যানিং রেলওয়ে ষ্টেশনে কর্তব্যরত ছিলেন আরপিএফ হেড কনস্টেবল সমরেন্দ্র মন্ডল। তিনি ক্যানিং ষ্টেশনে বছর ১১ বয়সের এক নাবালিকা কে ঘোরাফেরা করতে দেখেন।

নাবালিকা কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে জানতে পারেন, কলকাতার মেটিয়াবুরুজ থানা এলাকায় তার বাড়ি।সোমবার সে তার মায়ের সাথে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। সোমবার রাতে শিয়ালদহ বজবজ শাখার কোন এক ষ্টেশনে রাত কাটিয়ে আবার ট্রেনে চড়ে বসে।শেষ পর্যন্ত ক্যানিং ষ্টেশনে এসে ভবঘুরের মতো ঘুরতে থাকার সময় আরপিএফ এর নজরে পড়ে যায়।কর্তব্যরত আরপিএফ কর্মী নাবালিকা কে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার বাড়ির ঠিকানার খোঁজখবর করে মেটিয়াবুরুজ থানায় নিখোঁজ নাবালিকা সম্পর্কে জানায়। অন্যদিকে মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে মেটিয়াবুরুজ থানায় সোমবার একটি অভিযোগ জানিয়েছিলেন নাবালিকার মা রঞ্জু দেবী। রঞ্জু দেবীর অভিযোগ পেয়ে নড়েচড়ে বসেছিল কলকাতা পুলিশের মেটিয়াবুরুজ থানার পুলিশ। তাঁরা বিভিন্ন সোর্স মারফত খোঁজখবর শুরু করেন নিখোঁজ নাবালিকা সম্পর্কে। ইতিমধ্যে মঙ্গলবার সকালে নাবালিকা কে উদ্ধার করে মেটিয়াবুরুজ থানায় খবর দেন আরপিএফ হেড কনস্টেবল সমরেন্দ্র মন্ডল। নিখোঁজ নাবালিকা ক্যানিং ষ্টেশনে কর্তব্যরত আরপিএফ এর হাতে ধরা পড়েছে খবর জানার পর এক মুহূর্ত দেরি না করে নিখোঁজ নাবালিকার মা রঞ্জু দেবী ও এক মহিলা সহ দুই পুলিশ কর্মী কে সাথে নিয়ে সড়ক পথে ক্যানিং ষ্টেশনের উদ্দ্যেশে রওনা দেয় কলকাতা পুলিশের মেটিয়াবুরুজ থানার এসআই সঞ্জয় কুমার লিম্বু। দীর্ঘ প্রায় সত্তর কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ক্যানিং ষ্টেশনে পৌঁছায় কলকাতার মেটিয়াবুরুজ থানার পুলিশ টিম ও নিখোঁজ নাবালিকার মা। তাঁরা ক্যানিং রেলওয়ে ষ্টেশনের আরপিএফ সাব ইন্সপেক্টর আর কে সিং এর সাথে কথা বলেন। সরকারি বিধি মেনেই ক্যানিং আরপিএফ কলকাতা পুলিশের হাতে নিখোঁজ নাবালিকা কে হস্তান্তর করেন।আরপিএফ ও কলকাতা পুলিশে এমন অনবদ্য উদ্যোগে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিখোঁজ মেয়ে কে কাছে পেয়ে আনন্দে কেঁদে ফেলেন রঞ্জুদেবী। তিনি আরপিএফ ও কলকাতা পুলিশের এমন উদ্যোগ কে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন বাড়িতে সামান্য একটু বকাবকি করেছিলাম মেয়েকে। তাতেই রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম মেয়েকে হয়তো আর কোন দিনও খুঁজে পাবো না। কোনও খারাপ চক্রে পড়ে পাচার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আরপিএফ ও কলকাতা পুলিশের সাহায্যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিখোঁজ মেয়ে কে পেয়ে যাবো বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তবে মেয়ে কে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আর বকাঝকা করবে না বলে জানিয়েছেন রঞ্জুদেবী। ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং ষ্টেশনের আরপিএফ সাব ইন্সপেক্টর আর কে সিং জানিয়েছেন, রেল সুরক্ষা বাহিনীর হাতে উদ্ধার হওয়া নিখোঁজ নাবালিকা তার পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ায় তাঁরা খুশি।কর্তব্যরত ক্যানিং আরপিএফ হেড কনষ্টেবল সমরেন্দ্র মন্ডল জানিয়েছেন রেলসুরক্ষা বাহিনীর একজন হিসাবে নিজের কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

অন্যদিকে বিভিন্ন কর্মদক্ষতা নিয়ে কলকাতা পুলিশের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিখোঁজ নাবালিকা কে উদ্ধার করে তার পরিবারের হাতে তুলে দিতে পারার জন্য খুশি কলকাতা পুলিশের মেটিয়াবুরুজ থানার সাব ইন্সপেক্টর সঞ্জয় কুমার লিম্বু।

গঙ্গাসাগর নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২১ সালের গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে বৃহস্পতিবার দক্ষিন ২৪ পরগনার জেলাশাসক পি উলগানাথন বিডিও, এসডিওর ও পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করলেন আলিপুরে। লকডাউন পরিস্থিতিতে এই মেলা হবে কিনা তা নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল। অবশেষে এদিন প্রথম গঙ্গাসাগর নিয়ে

বৈঠক হল। জেলাশাসক জানালেন, কি ভাবে মেলা হবে তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয়। কথা বলা হয় বিভিন্ন টেলিকম অথরিটির সঙ্গেও। কোভিড পরিস্থিতিতে মেলার সবদিক খতিয়ে দেখা হবে।

খাদ্যসামগ্রী কম দেবার অভিযোগে দিদিমণিকে আটকে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: খাদ্য সামগ্রী কম দেওয়ার অভিযোগে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিমণিকে তালা দিয়ে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখালো স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি ডায়মন্ড হারবার ১ নং ব্লকের নেতা। গ্রাম পঞ্চায়েতের বশরালি গ্রামে।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ , দীর্ঘদিন ধরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পড়তে আসা বাচ্চাদের খাবার কম দিয়েআসছে দিদিমণি। বার বার অভিযোগ জানিয়েও কোন কাজ হয় নি। লকডাউন চলার জন্য বাচ্চাদের অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে আসা বন্ধ কিন্তু সরকারি নির্দেশ মতো সেন্টার থেকে চাল, ছোলা ও ডাল দেওয়ার নির্দেশ আসে। বেশ কয়েকবার দিয়েছে তা ও কম দিচ্ছিলো। দিদিমণিকে বার বার বলার পর তিনি অভিভাবকদের

জানান আমার কম খাদ্য সামগ্রী আসছে কিছু করার নেই। মঙ্গলবার অভিভাবকরা সেন্টারে এসে চাল, ছোলা ও ডাল নেওয়ার পর তারা নিজেরা মেপে দেখেন প্রতিটি খাদ্য সামগ্রী কেজি পিছু ২০০ গ্রাম করে কম। আর তখন এলাকার মানুষেরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মধ্যে দিদিমণিকে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ দিদিমণি বাড়িতে মেপে প্যাকেট করে নিয়ে এসে অভিভাবকদের হাতে দিয়ে চলে যায়। কেন্দ্রের দিদিমণি জানান আমার এখানে মাপার পাল্লা সরকারের দেয়নি তাই প্লাস্টিকের মগ মেপে দিতাম। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে অবস্থা সামাল দেয়।

প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, দাঁইহাট : পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিদ্যুৎবরণ ভক্ত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে প্রয়াত হলেন। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। বিদ্যুৎবরণ ভক্ত সিপিএমের প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চারবার দাঁইহাট পুরসভার কাউন্সিলর নির্বাচিত হন এবং দু'দফায় পুরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৫ সালে সিপিএমের পুরবোর্ডে তিনি শেষবারের মতো চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তবে, মাঝপথে তৃণমূল কংগ্রেস পুরবোর্ডের ক্ষমতা দখল করলে চেয়ারম্যানের পদের দায়িত্ব থেকে তাঁকে সরে যেতে হয়। তিনি দাঁইহাটের চরপাতাইহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। এমন একজন জনপ্রতিনিধির আকস্মিক মৃত্যুতে হতবাক শহরবাসী। এদিন সকাল থেকেই দাঁইহাটের চরপাতাইহাটে ভক্তপাড়ায় বিদ্যুৎবরণ ভক্তর মরদেহ শায়িত ছিল। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সেখানে গিয়ে দলমত নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ট্রলার ডুবিতে মৃত মৎস্যজীবির গ্রামে শোকের ছায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফ্রেজার গঞ্জের কাছে ডুবে যাওয়া এক মৎস্যজীবির মৃতদেহ উদ্ধার হলো। শনিবার প্রাকৃতিক দূর্যোগের কবলে পড়ে ডুবে যায় একটি ট্রলার সহ ১৫ জন মৎস্যজীবি। তল্লাশি চালিয়ে সোমবার দুপুরে নামখানার মৌসুনি দ্বীপের চরে সুমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে আসা এক মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার করে ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পুলিশ, পরে মৃত মস্যজীবীর পরিবারের লোকজনেরা কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালের মর্গে এসে দেহটিকে শনাক্ত করেন, পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃতের নাম –প্রদীপ বিশ্বাস (৩০)। তিনি কাকদ্বীপের পশ্চিম গঙ্গাধর পুরের বাসিন্দা,বাকি নিখোঁজ ২জন মৎস্যজীবী কৃষ্ণ দাস ও শিবু বিশ্বাসের খোঁজে সমুদ্রে তল্লাশি চালাচ্ছে উপকূল রক্ষী বাহিনী সহ কাকদ্বীপের মৎস্যজীবি সংগঠনের মৎস্যজীবীদের দল ও ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পুলিশ। সোমবার ১ জনের দেহ উদ্ধার হলেও বাকি ২ জনের এখনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। তাই তল্লাশি চলছে। তবে দুর্ঘটনাগ্রস্থ ট্রলারটি জম্বুদ্বীপের পূর্বদিকে সমুদ্রে ডুবে রয়েছে বলে লোকেশান করা গিয়েছে। ট্রলারটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। মৃতের বাড়িতে বৃদ্ধ মা, স্ত্রী ও তিন বছরের একটি শিশু কন্যা আছেন।

বেকারত্বে সুড়সুড়ি দেওয়া শুরু হয়েছে

প্রথম পাতার পর

একই বা অনেক বেশি কাজ করে একদল কর্মী অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার। আর এক দল এদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে মোটা মাইনে ঘরে তুলছে। হোমগার্ড বা প্যারা টিচারদের মধ্যে এই অভিযোগ অনেকদিন ধরেই ধূমায়িত হচ্ছে। প্রকাশ্যেও চলে এসেছে অনেকবার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অস্থায়ী কর্মীরা বঞ্চনার বিরুদ্ধে মুখ খোলেন না কাজ হারাবার ভয়ে। কিন্তু এভাবে আর কতদিন? সরকারি পদের শূন্যতা বজায় রেখে কতদিন বঞ্চনা করা হবে বাংলার যুবসমাজকে? সমাজবিদদের মতে রাজ্য সরকার যতদিন না নিজেকে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী করবে বা প্রকৃত জনদরদী না হবে ততদিন এই অসাম্য চলতেই থাকবে। নির্বাচন এলেই খুড়োর কলে ঝোলানো হবে সরকারি চাকরির গাজর। নির্বাচন হয়ে গেলেই আবার সব আগের মতো। আসলে সরকারি কর্মীদের সম্পর্কে বর্তমান রাজ্য সরকারের মানসিকতা বিপরীতমুখী। তার কারণ দুর্বল কর্মী সংগঠন। রাজ্যে বামেদের যে কর্মী সংগঠন একসময় সরকারের চালিকাশক্তি ছিল তা বাম রাজনীতির ভাবধারায় পঙ্গু হয়ে পড়েছে। বিরোধী সরকারের আঘাত সামলাবার ক্ষমতা হারিয়েছে। আর বর্তমান সরকার নিজের দলের কর্মী সংগঠনকে কখনই সরকারের পরিপূরক শক্তি হয়ে উঠতে দেয় নি দাবি পূরণের ভয়ে। ট্রেড ইউনিয়নের অভিজ্ঞ নেতারা এখন বুঝতে পারছেন কর্মী সংগঠনকে রাজনৈতিক ছত্রছায়া থেকে বার করতে না পারলে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। রাজনৈতিক তাঁবেদারিতে সাময়িক লাভ হয় বটে কিন্তু তার দ্বারা খেটে খাওয়া মানুষের স্থায়ী কোনও উন্নতি সম্ভব নয়।

পদ্ম ফোটানের ভাবনা

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি অভিযোগ নুসরত জাহান লোকসভা নির্বাচনের আগে এখানে প্রায়ই আসতেন। কিন্তু এমপি হওয়ার পরে তাকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আমফানের ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রেও দুর্নীতি একটা বড় ফ্যাক্টর। আবার ১০০ দিনের কাজের ক্ষেত্রেও রয়েছে দুর্নীতির অভিযোগ। এমনকি কবরস্থানের টাকা থেকেও একটা বড় অংশের টাকা আত্মসাৎ করেছেন কেউ কেউ বলে অভিযোগ উঠছে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক ক্ষোভ জমে আছে। একুশের ভোট বাক্সে তার প্রতিফলন পড়ার সম্ভাবনা আছে।'

সিপিএমের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সম্পাদকমণ্ডলী ও রাজ্য কমিটির সদস্য নেপালদেব ভট্টাচার্য বলেন, 'এখনও ভোটের অ্যাসেসমেন্ট সেভাবে শুরু হয়নি। এই মুহূর্তে তৃণমূল ডিফেন্সিভ অবস্থায় আছে। আর বিজেপি স্লোগানের মাধ্যমে অফেন্স করার চেষ্টা করছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কার কি হতে পারে তা বলা মুশকিল। তবে তৃণমূলের যে শক্তি ছিল, তা অনেকটাই ক্ষয় হয়ে গিয়েছে, এটা বলতে পারি।'

বিজেপির জেলা যুব সহ সভাপতি দেবদাস মণ্ডল তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'শুধু বসিরহাট, বনগাঁ বা উত্তর–চব্বিশ পরগনা নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয় এখন সময়ের অপেক্ষা। প্রশাসনের মাধ্যমে আজ মানুষের কণ্ঠ যেভাবে রোধ করা হচ্ছে তাতে একুশের নির্বাচনে পরিবর্তনের সরকারের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। নরেন্দ্র মোদীকে সামনে রেখেই রাজ্যের মানুষ এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করবে।'

কর্মখালি

বজবজে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানে ও ফাস্ট ফুডের দোকানে একজন সৎ অবসর প্রাপ্ত ম্যানেজার চাই।

শীঘ্রই যোগাযোগ করুন

বজবজ–শ্যামপুর–চড়িয়াল এলাকার মানুষদের গুরুত্ব দেওয়া হবে।

যোগাযোগ : ৯২৩৯০৬৬২৯১

প্রযুক্তির সঙ্গে ফাইন আর্টসের মেলবন্ধন

অ্যাকাডেমি অফ ক্ল্যাসিক্যাল অ্যান্ড ফোক আর্টসের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : : আইআইটি শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন সংযোজন। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভাকে উসাহিত করতে সঙ্গীত ও ফাইন আর্টসের ওপর চর্চা করার জন্য অ্যাকাডেমি অফ ক্ল্যাসিক্যাল অ্যান্ড ফোক আর্টসের প্রতিষ্ঠা করা হল। পন্ডিত অজয় চক্রবর্তী অনলাইনের মাধ্যমে এই অ্যাকাডেমির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। তিনি আইআইটি খড়গপুরের একজন পরামর্শদাতাও বটে।

সঙ্গীত, ফাইন আর্টস–সহ অন্যান্য পারফর্মিং আর্টসের বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের এই অ্যাকাডেমিতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। অ্যাকাডেমির এমওওসি পাঠক্রম সৃজনশীল মানসিকতাকে লালিত করবে। ভারতীয় ধ্রপদী সঙ্গীতের কথা বিবেচনা করে এই অ্যাকাডেমিতে সঙ্গীত এবং অন্যান্য শিল্পকলার বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গেই সেগুলির মেলবন্ধন ঘটানোর প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা চালানো হবে। এরফলে, দেশের সমৃদ্ধশালী শিল্প ঘরানাকে রক্ষা করা যাবে। কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক এবং অ্যাকাডেমির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক অধ্যাপক পল্লব দাশগুপ্ত জানান, আমাদের চিরায়ত বিভিন্ন শিল্পের বিষয়ে এই অ্যাকাডেমি থেকে শিক্ষাদান করা হবে। যার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের বৈজ্ঞানিক উকর্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে এই চর্চা সহায়ক হয়ে উঠবে। পন্ডিত অজয় চক্রবর্তী বলেন, ভারত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শীর্ষে তখনই পৌঁছাতে পারবে, যখন, তরুণ মনের উদ্ভাবনী শক্তি জাগ্রত হবে। সঙ্গীত শিক্ষার আধুনিক ধারা যেটি পন্ডিত চক্রবর্তী দীর্ঘদিন ধরে চর্চা করছেন, সেই ধারাটির মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের সৃজনশীল মানসিকতা উদ্বুদ্ধ হবে। নিছক

অনুকরণ করলে কোনও কিছুই সঠিকভাবে শেখা যায়না, এমনকি সঙ্গীতও নয় বলে শ্রী চক্রবর্তী মনে করেন।

উল্লেখ্য, পন্ডিত চক্রবর্তী এই অ্যাকাডেমিতে ১০০ রকমের রাগ সেখানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। এর সাহায্যে ভারতীয় রাগের মূল কাঠামো সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। যার মধ্য দিয়ে সৃজনশীল শিল্পকর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের মেলবন্ধন–ও ঘটবে। আইআইটি খড়গপুরের ডিরেক্টর অধ্যাপক ভি কে তিওয়ারি এই প্রসঙ্গে বলেন, আইআইটির মতো একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষিকা ও কর্মীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রয়োজন। অ্যাকাডেমি অফ ক্ল্যাসিক্যাল অ্যান্ড ফোক আর্টস আমাদের ছাত্রছাত্রীদের শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মধ্যে আবদ্ধ রাখবে না, তাদের সৃজনশীল মননকেও বিকশিত করবে। এর মধ্য দিয়ে তারা উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আরও দক্ষ হয়ে উঠবে। আইআইটির ডেপুটি ডিরেক্টর অধ্যাপক এস কে ভট্টাচার্য মনে করেন, আইআইটি খড়গপুরে এই অ্যাকাডেমি নতুন একটি বৈশিষ্ট্যকে সংযুক্ত করলো। আইআইটি খড়গপুর ফাউন্ডেশন, ইউএসএ–র সদস্যরা এই অ্যাকাডেমিকে সাহায্য করছে। দীর্ঘদিন ধরে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেসব বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও ম্যানেজারদের তৈরি করেছে, তাদের মধ্যে অনেকে শিল্পকলাতেও পারদরশীতার পরিচয় দিয়েছেন। স্পিক–ম্যাকের কিরণ শেঠ–সহ হরিশ হান্ডে, অর্জুন মালহোত্রা এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪০টি আপত্তি নয়া শিক্ষানীতিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কেন্দ্রীয় 'নিউ এডুকেশন পলিসি–২০২০' বিষয়ে রাজ্যের শিক্ষা দফতরের তৈরি ছয় সদস্যের পর্যালোচনা কমিটির রিপোর্ট জমা হল। বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত ৪০টি বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে ৭৬ পাতার ওই রিপোর্টটি গত ১৪ আগস্ট শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে ওই রিপোর্ট জমা হয়। কেন্দ্রীয় নয়া

শিক্ষা নীতিতে রাজ্যের মৌলিক আপত্তি মেনে নিয়ে তাতে প্রয়োজনীয় বদল করে তা কার্যকর হোক রাজ্য সরকার এ আশা করে।

পোড়া মাটির মন্দিরের কাহিনী এবার ডাকটিকিটে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডাকবিভাগের পশ্চিমবঙ্গ শাখা ভারতের পোড়া মাটির মন্দিরগুলির কাহিনীকে এবার প্রকাশ করল ডাকটিকিটে। এই শাখা ভারতের টেরাকোটার মন্দির'–এর উপর সাতটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। এই সাতটি ডাকটিকিটে স্থান পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের মদনমোহন মন্দির, শ্যাম রাই মন্দির, জোড় বাঙলা মন্দির, পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার লালজি মন্দির, ওড়িশার বোলাঙ্গির জেলার রাণীপুর ঝরিয়ালের ইন্দ্রলাথ মন্দির, উত্তর প্রদেশের কানপুর দেহাত জেলার নেবিয়া খেরা মন্দির ও ছত্তিশগড়ের মহাসমুন্দ জেলার সিরপুরের লক্ষ্মণ মন্দির ।

এই ডাকটিকিটের মাধ্যমে ভারতের , বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অনন্য স্থাপত্যরীতির কাহিনী প্রতিফলিত হয়েছে। ডাকটিকিটগুলির দাম ধার্য

করা হয়েছে ৫টাকা এবং ১২টাকা। কলকাতা জিপিও, শিলিগুড়ি মুখ্য ডাকঘর, দুর্গাপুর মুখ্য ডাকঘর, দার্জিলিং মুখ্য ডাকঘর, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পোর্ট ব্লেয়ার মুখ্য ডাকঘর সহ দেশের সব ফিলাটেলি ব্যুরোতে এই ডাকটিকিটগুলি কিনতে পাওয়া যাবে।

স্বাধীনতা দিবস পালন

নস্করপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী: হাও।। জগবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস পালিত হলো । এদিন প্রতাকা উত্তোলন করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় । করোনা মহামারির কথা মাথায় রেখে পতাকা উত্তোলনে শিক্ষকরা ছা।। কোনো ছাএছাএরা উপস্থিত ছিলোনা । এক প্রকার করোনা'র ভয়েই বিনা আরম্ভরে পালিত হলো দেশের ৭৪তম স্বাধীনতা দিবস । নেতাজির ছবিতে মাল্যদান ও পতাকা উত্তোলন করেন প্রধান শিক্ষক মহাশয় । তারপর জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

জগবল্লভপুর থানার উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাও।। জগবল্লভপুর থানার উদ্যোগে ৭৪তম স্বাধীনতা দিবসে এ দিন দেশের তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করা হয় ।এ করোনা মহামারির কথা মাথায় রেখে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে শুধু মাত্র থানার সকল পুলিশকর্মি ও সিভিক কর্মিবৃন্দের উপস্থিতিতে এই দিনটি বীর শহীদদের স্মরণ ও পতাকা উত্তোলনে উপস্থিত ছিলেন । এই দিনটি যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয় জগবল্লভপুর থানার উদ্যোগে ।

সাঁকরাইল থানার উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাও।। সাঁকরাইল থানার উদ্যোগে ও 'আন্দুল উসব' কমিটির সহযোগিতায় পালিত হলো স্বাধীনতা দিবস । এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাঁকরাইল থানার পুলিশ ও 'আন্দুল উসব'কমিটির

সদস্যগন । 'আন্দুল বাসস্ট্যান্ডে এদিন এই অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন এর পাশাপাশি চারা গাছ বিতরন করা হয় । হাও।। সি.টি পুলিশের উপস্থিতিতে সুন্দর ভাবে দূরত্ব বজায় রেখে এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করা হয় ।

ভ্যানে রক্তদান

দীপক ঘোষ : ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভেনেটি ভ্যানে ৭৫ জন রক্তদান করেন। পূজালী এলাকার কালীপুরের তৃণমূল কার্যালয় 'তরুণ ভবন'–এর উদ্বোধনও হয় এই রক্তদানের মধ্য দিয়ে।ওয়ার্ড যুব সভাপতি সুদেশ মাঝি বলেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী এই ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন। কিন্তু আমফান ঝড়ে ভবনটির ক্ষতি হয় এবং ভেঙে পড়ে তারপর সংস্কার করে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে নির্মাণ হয় তরুণ ভবনের।এই ভবনের উদ্বোধন করেন বজবজ বিধান সভার পর্যবেক্ষক জাহাঙ্গীর খান। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব, চেয়ারম্যান তাপস বিশ্বাস, বজবজ পুরসভার প্রশাসক গৌতম দাশগুপ্ত। পূজালী পুরসভার কাউন্সিলর সুদেশ মাঝি।

ঘরোয়া ভাবে স্বাধীনতা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি :নাগরিক সচেতনতা সহ সামাজিক বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি এবার অন্যভাবে দেখা গেল এপিডিআরের সদস্যদের। এপিডিআরের জয়নগর শাখার উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবসের বিকালে কুলতলির পূর্ব গুড়গুড়িয়ির মিলন

সামন্তের বা।তে ঘরোয়া ভাবে পালন করা হলো ৭৪ তম স্বাধীনতা দিবস। বসে আঁকো, নৃত্য, গান ও আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে পালিত হল দিনটি। স্থানীয় বহু শিশু এই অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সংবর্ধনা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনটি পালন করলেন কুলতলির জালাবেড়িয়া ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম গাবতলার গ্রামবাসীবৃন্দ।

নিম্নচাপে বেহালা জলমগ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলা থেকেই কমবেশি বৃষ্টির খবর পাওয়া যাচ্ছে। আলিপুর

১২৪ নম্বর ওয়ার্ডে সত্যজিৎ পার্কে চলছে নৌকা ছবিঃ অরুণ লোধ

আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর ২১ আগস্টের দুপুর ১২টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘন্টায় আলিপুরে ৫৩.৯ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। জল জমেছে খিদিরপুরের কার্ল মার্কস সরণি, রমানাথ পাল রোড, বেহলার ঠাকুরপুকুরের ১২৪, ১২৫, ১২৬ ও ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ এলাকায়। সরসুনা আবাসস্থিত তিনটি বৃহদায়তন ঝিল ভেসে পিচের ব্ল্যাকটপ রাস্তা জলমগ্ন, ১২৬ নম্বর ওয়ার্ডের ব্রজমণি দিব্যা রোড, বাসুদেবপুর, শীলপাড়া নারায়ণ রায় রোড, ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডের জয়রামপুর জলা, ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বেণী মাস্টার লেন, গুলে পাড়া রোড, ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডের সোদপুরের মতিলাল গুপ্ত রোড জলের তলায়। এদিকে কলকাতা পুরসংস্থার নিকাশি দফতর সূত্রে খবর অমাবস্যার কোটালে হুগলি নদীতে বর্ষার জল উপচে পড়ায় সকালের দিকে ভাটাতেও নদীর জলের উচ্চতা তেমন না কমায় কলকাতা পুরসংস্থার অধিকাংশ লকগেট খোলা সম্ভব হয়নি। সেজন্যই কলকাতায় জল দাঁড়িয়ে যায়। রাতের ভাটাতে হুগলি নদীতে জলের উচ্চতা কমলে শহরের সমস্ত লকগেট খুলে দেওয়া হবে। তবে এরই মধ্যে পাম্প করে নদীতে জল ফেলা হচ্ছে। ১৯ আগস্টের রাতে দফায় দফায় বৃষ্টি হওয়ায় শহরের কোথাও জল জমার তেমন ঘটনা ঘটেনি কিন্তু ২০ আগস্টের রাতে ভারী বর্ষণে কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডের নির্দিষ্ট কয়েকটি রোড জলমগ্ন হয়ে পড়ে।

বিবেক নিকেতনে স্বাধীনতা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : অন্যান্য বারের মত অতিথি সমাগম না হলেও কোভিড বিধি মেনে নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে দক্ষিণ

২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামলিতে অবস্থিত বিবেক নিকেতনে উদযাপিত হল ভারতের ৭৪তম স্বাধীনতা দিবস। শঙ্খধ্বনি ও ভারত মাতা কি জয়, বন্দেমাতরম ও জয়হিন্দ স্লোগানের মধ্যে দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ এবং সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন সহ কোষাধ্যক্ষ বাসবী চ্যাটার্জী। উপস্থিত ছিলেন সমিতির সদস্য সুধীর নন্দী, সঞ্জীব মুখার্জী, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ প্রামাণিক, সমিতির কর্মীরা এবং অনাথ আশ্রমের আবাসিক বালকরা। স্যালুট দিয়ে সকলে স্বামীজী ও নেতাজির প্রতিকৃতিতে মালা, ফুল অর্পণ করে সম্মান জানান। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে এই ছোট্ট অনুষ্ঠান শেষ হয়।

উদ্বোধন হলো কোভিড অ্যাম্বুলেন্স ও ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি :শনিবার স্বাধীনতা দিবসের শুভ মুহূর্তেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের হসপিটাল ফেরিঘাটে কোভিড–১৯ অ্যাম্বুলেন্স এবং ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার শুভ উদ্বোধন করেন গোসাবা কেন্দ্রের বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর, মহকুমা শাসক রবিপ্রকাশ মিনা।ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবায় উপকৃত হবে এই ব্লকে প্রত্যন্ত গ্রামের হাজার হাজার মানুষজন।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহকুমা শাসক রবিপ্রকাশ মিনা,গোসাবা বিডিও সৌরভ মিত্র,বিএমওএইচ প্রশান্ত মন্ডল পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি অচিন পাইক,জেলা পরিষদের সদস্য অনিমেষ মন্ডল প্রমূখ।ক্যানিং মহকুমা

শাসক রবিপ্রকাশ মিনা বলেন, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই কোভিড–১৯ অ্যাম্বুলেন্স এবং ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স আজ থেকে জলপথে চালু হল।ফলে সাধারণ মানুষজন স্বাস্থ্য পরিষেবা খুবই উপকৃত হবেন।গোসোবা কেন্দ্রের বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় ক্যানিং মহকুমা এই প্রথম জলপথে কোভিড–১৯ অ্যাম্বুলেন্স এবং ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স চালু হল।ফলে জল পথে দ্রততার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ রোগীকে নিয়ে যেতে পারবে।সারা বিশ্ব জুড়ে করোনা ভাইরাস থাবা বসিয়েছে।দিনের পর দিন করোনা ভাইরাসের আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবায় উপকৃত হবে সাধারণ মানুষজন।এদিকে কোভিড–১৯ অ্যাম্বুলেন্স ও ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স চালু হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী।

খোকা–খুকু সংবাদ

খুকুমণির আবদার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধেড়ে খোকারা বলে বলে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছেন। এবার খোকাকে অব্যাহতি দিতে মাঠে নেমে পড়লেন খুকুমণি প্রিয়ঙ্কা। নিজের ভাই খোকাবাবু আর ফিরবেন না বলে জানিয়ে দিলেন খুকুমণি। বরং তিনি বলেছেন এবার পরিবারের বাইরে থেকে লোক খুঁজে নিক কংগ্রেস। এমনকি তিনিও যে সভাপতির পদে বসবেন না তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন খুকুমণি। এবার কংগ্রেসের খোকাবাবুদের কাঁধে বন্দুক। এখনও তারা পরিবার কেন্দ্রীক রাজনীতির আড়ালে মুখ

লুকিয়ে বসে থাকবেন না সাহস করে বেরিয়ে এসে লবিবাজী বন্ধ করে নিজেদের নেতা খুঁজে নেবেন তা ঠিক করার সময় এসেছে।

'বাংলা কোভিড হেল্‌থ সার্ভিসে দেশে বেস্ট' : ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর এলাকা, হাওড়া পুরসংস্থা এলাকা, বিধাননগর ও নিউ টাউন– এই চার শহরের বহুতল আবাসনের প্রবীণ বাসিন্দাদের স্বার্থে বুকলেট ও লিফলেট প্রকাশ হল গত ১৯ আগস্ট কেন্দ্রীয় পুরভবনে। এই বইয়ে কোভিড সংক্রান্ত হেল্পলাইনের ফোন নম্বর অ্যাম্বুল্যান্স সার্ভিসেসের ফোন নম্বর, টেলি মেডিসিনের ফোন নম্বর কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিমের হোয়াটস অ্যাপ নম্বর : ৯৮৩০০–৩৭৪৯৩, থানা, পুর–আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট আবাসনের কর্মকর্তাদের যোগাযোগ নম্বর রয়েছে। ফিরহাদ হাকিম বলেন, সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য যারা অসময়ে যাদের পিছনে সাধারণ মানুষ নেই। যারা অসুস্থ হলে কাদের খবর দেবে জানে না। সেজন্য হেল্প লাইনে সমস্ত জায়গার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে অন্তত একটা ফোনে সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছে পরিষেবাটা পৌঁছে যায়। সেজন্য তিনটি বুকলেট প্রকাশ করা হল। একটি কলকাতা পুরসংস্থা থেকে, একটি হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড কমিশনার অফ পুলিশ আর অপরটি হল বিধাননগর পুলিশ কমিশনার থেকে একটি বুকলেট তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, এখন কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডেই প্রথমে 'র‍্যাপিট অ্যান্টিজেন টেস্টিং'। তারপর চিকিৎসকদের বিচারে যাঁদের করোনার উপসর্গ আছে অথচ রিপোর্ট 'নেগেটিভ' এসেছে, তাদের সোয়াব টেস্টের জন্য লালারস বা

নাসারস নেওয়া হবে কোভিড নাইন্টিন টেস্টের জন্য। ফিরহাদ হাকিম কলকাতাস্থিত 'সেফ হোম' প্রসঙ্গে দাবি করেন, কলকাতায় কোভিডের বর্তমান যা পরিস্থিতি আছে তার তিনগুণ কোভিড পরিস্থিতি হলেও কলকাতা পুরসংস্থা সেই পেসেন্টদের দায়িত্ব নিতে পারে। কলকাতা পুরসংস্থার হাতে থাকা তিনটি 'সেফ হোমে' এক হাজারের অধিক বেড আছে। তাতে কোভিড পেসেন্ট আছে মাত্র ১৪০ জন। মূলত বস্তি অঞ্চল ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষজনই কোভিড পর্বে সেফ হোমে আছেন।

কেএমসি কন্ট্রোল রুমে (২২৮৬–১৩১৩ ও ১৪১৪) ফোন করলে কলকাতার 'সেফ হোম' পেতে কোনও সমস্যা হবে না। কলকাতার হাইরাইজ বিল্ডিংগুলিতে কোভিড সংক্রান্ত একাধিক ফোন নম্বর সমৃদ্ধ পোস্টার মেরে দেওয়া হবে। তার কোনও একটিতে ফোন করলে এক ঘন্টার মধ্যে পেমেন্টদের হাসপাতালের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কেএমসি এবং আমাদের অন্যান্য যে সংগঠন আছে তারা সবাই মিলে কোভিড পেসেন্টদের সরকারি দায়িত্বে ব্যবস্থাপনা করে দেবে। এদিনের পুস্তিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম, স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, এনকেডিএ চেয়ারম্যান দেবাশিস সেন, কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা, কলকাতার পুর মহাধ্যক্ষ বিনোদ কুমার, বিশেষ পুর মহাধ্যক্ষ তাপস চৌধুরী ও অন্যান্য পুর উচ্চ পদস্থ আধিকারিকবর্গ।

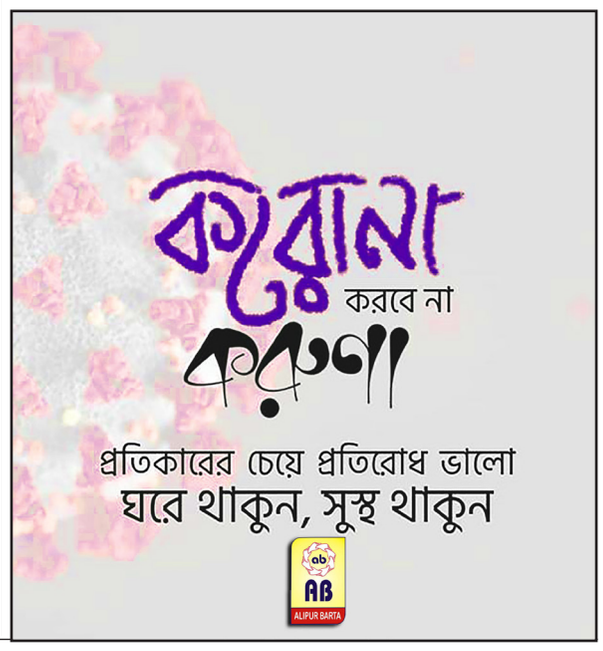

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com